বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
এমটিবিএফ অডিট রিপোর্টঃ ২০১৭-২০১৮

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের
মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) বিষয়ক বিশেষ অডিট রিপোর্ট
২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর

[জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো]

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
এমটিবিএফ অডিট রিপোর্টঃ ২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের
মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) বিষয়ক বিশেষ অডিট রিপোর্ট
২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর

[জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো]

সূচী পত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নং
১	Abbreveations / শব্দ সংক্ষেপের তালিকা		১
২	মুখবন্ধ		২
৩	**প্রথম অধ্যায়** **[নির্বাহী সার সংক্ষেপ ও মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) অডিট সংক্রান্ত তথ্যাবলী]**		৩
	২.০	নির্বাহী সার সংক্ষেপ	৪
	৩.০	এমটিবিএফ	৫
	৩.১	এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়নের পর্যায়সমুহ	৫
	৩.২	বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া	৬
	৩.৩	এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া লেখ চিত্র	৬
	৩.৪	এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়নের পর্যায়/ধাপসমূহের লেখচিত্র	৭
	৩.৫	কেপিআই	৮
	৩.৬	কেপিআই এর প্রকারভেদ	৮
	৩.৭	ইনপুট- আউটপুট ইনডিকেটর লিংক	৮
	৩.৮	পারফরমেন্স ইনডিকেটরের ক্রমোর্দ্ধ শ্রেণী বিন্যাস (Hierarchy)	৮
	৪.০	এনটিটি সম্পর্কে ধারণা	৯
	৪.১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর মিশন ও ভিশন	৯
	৪.২	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্দেশ্য	৯
	৪.৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (কেপিআই)	৯
	৪.৪	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি	১০
	৪.৫	গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ	১০
	৫.০	মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রমসমূহ ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	১১
	৫.১	বাজেট বাস্তবায়ন, তত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং	১১
	৬.০	নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	১২
	৬.১	নিরীক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	১২
	৭.০	নিরীক্ষার আওতা	১৩
	৮.০	নিরীক্ষা পদ্ধতি ও কৌশল	১৩
	৯.০	বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নিরীক্ষার ইস্যু, উদ্দেশ্য, নির্ণায়ক ও প্রয়োজনীয় প্রমাণক	১৪
	১০.০	কেপিআই অর্জন সংক্রান্ত নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, নির্ণায়ক ও প্রমাণক	১৫
	১১.০	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, নির্ণায়ক ও প্রয়োজনীয় প্রমাণক	১৬
	১২.০	অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচীসমূহ	১৭
	১৩.০	নিরীক্ষার রোড ম্যাপ	১৭
	১৪.০	নিরীক্ষা দলের পরিচিতি	১৭
	১৫.০	বাজেট বাস্তবায়নের দুর্বলতা ও সুপারিশসমূহ	১৮
	১৬.০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা এর প্রস্তাবিত বাজেট, মূল বাজেট, ছাড়কৃত অর্থ ও ব্যয়ের বিবরণ	১৯
	১৭.০	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর প্রস্তাবিত বাজেট, মূল বাজেট, ছাড়কৃত অর্থ ও ব্যয়ের বিবরণ	২০
	১৮.০	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা অফিসের প্রস্তাবিত বাজেট, মূল বাজেট, ছাড়কৃত অর্থ ও ব্যয়ের বিবরণ	২১
	১৯.০	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক(সিসিএ), বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা এর প্রস্তাবিত বাজেট, মূল বাজেট, ছাড়কৃত অর্থ ও ব্যয়ের বিবরণ	২২

৪	**দ্বিতীয় অধ্যায়** **(অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ ও অনুচ্ছেদসমূহ)**	২৩
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২৪
	অনুচ্ছেদ - ১	২৫
	অনুচ্ছেদ - ২	২৬
	অনুচ্ছেদ - ৩	২৭
	অনুচ্ছেদ - ৪	২৮
	অনুচ্ছেদ - ৫	২৯
	অনুচ্ছেদ - ৬	৩০
	অনুচ্ছেদ - ৭	৩১
	অনুচ্ছেদ - ৮	৩২
	অনুচ্ছেদ - ৯	৩৩
	অনুচ্ছেদ - ১০	৩৪
৫	**তৃতীয় অধ্যায়** **(অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্টসমূহ)**	৩৫
	অনুচ্ছেদ - ১, পরিশিষ্ট - “ক”	৩৬
	অনুচ্ছেদ - ৩, পরিশিষ্ট - “খ”	৩৭-৩৮
	অনুচ্ছেদ - ৪, পরিশিষ্ট - “গ”	৩৯
	অনুচ্ছেদ - ৫, পরিশিষ্ট - “ঘ”	৪০
	অনুচ্ছেদ - ৬, পরিশিষ্ট - “ঙ”	৪১
	অনুচ্ছেদ - ৭, পরিশিষ্ট - “চ”	৪২
	অনুচ্ছেদ - ৮, পরিশিষ্ট - “ছ”	৪৩
	অনুচ্ছেদ - ৯, পরিশিষ্ট - “জ”	৪৪
	অনুচ্ছেদ - ১০, পরিশিষ্ট - “ঝ”	৪৫

Abbreveations / শব্দ সংক্ষেপের তালিকা

BB	Bangladesh Bank
BBS	Bangladesh Bureau Of Statistic
BCC	Bangladesh Computer Council
BMC	Budget Management Committee
BMRC	Budget Monitoring & Resource Committee
BWG	Budget Working Group
CCA	Controller of Certifying Authorities
CCGP	Cabinet Committee Of Government Purchase
ERD	Economic Relation Division
HOPE	Head Of Procuring Entity
KPI	Key Performance Indicator
MTBF	Medium Term Budgetary Framework
NBR	National Board Of Revenue

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন কম্পিউটার কাউন্সিল ও বিভিন্ন প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) সম্পর্কিত কার্যক্রমের উপর ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়, আদায়কৃত অর্থ জমা প্রদান ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১০ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

১৩ আশ্বিন '১৪২৭ বঙ্গাব্দ।

তারিখ ঃ

২৮ সেপ্টেম্বর' ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

প্রথম অধ্যায়

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ ও মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) অডিট সংক্রান্ত তথ্যাবলী

২.০ নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১। **এনটিটি/প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা অফিসটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিভাগ। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৪ খ্রিঃ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উক্ত বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো (ক) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), (খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, (গ) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং (ঘ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন, সফল প্রয়োগ ও ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা প্রসারের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির সার্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করা এ বিভাগের মূল লক্ষ্য।

২। **প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও অর্থায়নের উৎসঃ** প্রতিষ্ঠানের অর্থের উৎস হলো সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংশোধিত বাজেট নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫	অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬	অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭
১.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৩০,৫১,৪৫,০০০	৩১,৭৯,২৩,০০০	৩৮,১৬,৭০,০০০
২.	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৪,১৯০৪,০০০	৬,১০,০০,০০০	২০,৫৪,৭০,০০০
৩.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	১১,২৮,২৮,০০০	১৬,২২,৮৭,০০০	৮৭,৪৮,০৯,০০০
৪.	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)	১,৫৬,৮৮,০০০	৩,৫৩,৪৪,০০০	৩,৭৪,২৯,০০০

৩। **প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ** প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪। **নিরীক্ষার উদ্দেশ্যঃ** মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় বাজেট প্রণয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর অধীনস্থ সাব-এনটিটি, প্রকল্প ও কর্মসূচীর সক্ষমতা, দক্ষতা ও সফলতা অর্জনে এমটিবিএফ পদ্ধতির ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের পাশাপাশি তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (কেপিআই) এর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অর্জন এবং বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারে দক্ষতা ও সক্ষমতার মূল্যায়ন।

৫। **নিরীক্ষা পরিকল্পনায় চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহঃ** সম্পদ সংগ্রহ, মোটরযান, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, অফিস সরঞ্জাম, ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ, নির্মাণ ও পূর্ত কাজ, প্রকল্প ও কর্মসূচীতে সফটওয়ার ক্রয়, কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ, গ্যাস ও জ্বালানী, প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, বেতন ভাতা, শ্রমিক মজুরী, ভ্রমণ ব্যয়, সেবাদান খাতে প্রাপ্ত আয়, স্থানীয় আয় এবং আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৬। **নমুনায়ন পদ্ধতি/কৌশলঃ** (১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাজেট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার সাথে মত বিনিময়, তথ্য সংগ্রহ ও কেপিআই যাচাই, (২) বাজেটে চিহ্নিত অগ্রাধিকার খাতগুলোর সাথে নিরীক্ষায় নির্বাচিত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির তুলনা, (৩) প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ও বাস্তব চিত্র পর্যালোচনা, (৪) অগ্রগতির বাস্তব চিত্র যাচাইয়ের জন্য সুবিধাভোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও মতবিনিময়, (৫) মিতব্যয়িতা ও দক্ষতা যাচাই, পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়া ও উক্ত পণ্য ও সেবার প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা এবং (৬) এমটিবিএফ বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতা যাচাই করা।

৭। **নিরীক্ষা পরিকল্পনায় চিহ্নিত ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফাইন্ডিংসসমূহঃ**

অনুচ্ছেদ নং	অনুচ্ছেদসমূহের শিরোনাম
১.	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোতে (২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭) প্রস্তাবিত, অনুমোদিত ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন সঠিক না হওয়ায় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।
২.	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত অর্জন তথ্য ভিত্তিক নয়।
৩.	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় ''আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা'' কেপিআই এর লক্ষ্যমাত্রা এবং বাস্তব অগ্রগতির মধ্যে গরমিল।
৪.	মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে কেপিআই এর প্রতিফলক হিসেবে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) কর্তৃক কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।
৫.	মধ্যমেয়াদী বাজেটে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে আইসিটি †পশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।
৬.	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর পাঠ্যক্রমসমূহের মান নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা পর পর তিন বৎসর ধার্য করা হলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।
৭.	প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ না করে মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।
৮.	ডিপিপিতে বর্ণিত বাজেট কাঠামোয় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৬.৯৬% অর্জিত হওয়ায় এমটিবিএফ বাজেট প্রনয়নের উদ্দেশ্য ব্যাহত।
৯.	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় Need Assesement না করে চাহিদা প্রদান করায় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।
১০.	উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নীতিমালা অনুযায়ী আর্থিক, ফিজিক্যাল ও ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা

৮। **নিরীক্ষার সীমাবদ্ধতাঃ**

- ❑ এই অধিদপ্তর কর্তৃক এমটিবিএফ অডিটটি প্রথম পর্যায়ে সম্পন্ন করা
- ❑ পর্যাপ্ত ডকুমেন্টের অভাব
- ❑ যথাসময়ে তথ্যাদি না পাওয়া

৯। **সার্বিক মন্তব্যঃ** সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর, প্রতিষ্ঠান, প্রকল্পসমূহে বাজেটের প্রাক্কলন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হলে তা মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর নীতিমালা অনুসরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৩.০ এমটিবিএফ

- সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর হতে সরকার প্রচলিত বাজেট পদ্ধতি পরিবর্তন করে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো [Medium Term Budgetary Framework (MTBF)] ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। প্রথমে ৪টি মন্ত্রণালয় এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয় এমটিবিএফ বাজেট কাঠামোর আওতায় আনা হয়। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়নের আওতায় আনা হয়।

৩.১ এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়নের পর্যায়সমূহ

- মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় মোট ৯টি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। যথাক্রমে ধাপগুলো হলো (১) মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরী (এমটিবিএফ); (২) বাজেট পরিপত্র - ১ জারিকরণ; (৩) মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) হালনাগাদ তৈরী/ হালনাগাদ করণ; (৪) বাজেট কাঠামো পুনঃ মূল্যায়ন; (৫) মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ব্যয়সীমা ও রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্তকরণ; (৬) বাজেট পরিপত্র - ২ জারিকরণ; (৭) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাক্কলন প্রণয়ন; (৮) মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলনসমূহ পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ এবং (৯) মন্ত্রণালয় ও সংসদে বাজেট উপস্থাপন।

- মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর প্রথম পর্যায় অর্থাৎ কৌশলগত পর্যায়ের অংশ হিসাবে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর জন্য প্রাথমিক সম্ভাব্য ব্যয়সীমা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর জন্য প্রাথমিক সম্ভাব্য ব্যয়সীমা (Preliminary Indicative Expenditure Ceiling) এবং প্রাথমিক আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পরবর্তী অর্থ বৎসরের জন্য নির্ধারণ করে তা বাজেট পরিপত্র- ১ এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় এবং স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি বাজেট কাঠামো প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করা হয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বাজেট কাঠামোর খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (BMC) অনুমোদনের জন্য পেশ করে। বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের বাজেট কাঠামো অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে প্রস্তুতকৃত বাজেটের দূর্বলতাসমূহ সংশোধন করে একটি সর্বসম্মত বাজেট কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাগণের যৌথ সভায় প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো পর্যালোচনা করা হয় এবং এ সকল দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

- মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরবর্তী পাঁচ বছরের সম্ভাব্য জিডিপি, মুদ্রাস্ফীতি, সরকারের মোট রাজস্ব আয়, ব্যয় ও বাজেট ঘাটতি, বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য এবং মুদ্রা সরবরাহ ইত্যাদি প্রক্ষেপণ অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং উক্ত প্রক্ষেপনগুলোর ভিত্তি হচ্ছে সরকারের আর্থিক নীতি (Fiscal Policy), মুদ্রানীতি (Monetary Policy), মুদ্রা বিনিময় হার, বানিজ্য নীতি, সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

- পরবর্তীতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রক্ষেপিত সর্বমোট ব্যয়সীমা, দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রে বিধৃত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য, নীতি ও মধ্যমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এবং বিদ্যমান কার্যক্রম/উন্নয়ন প্রকল্প/ কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হতে পারে এ বিষয় বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এর ব্যয়সীমা পুনঃ নির্ধারণ করে সংশোধিত রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা বাজেট পরিপত্র - ২ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে জানিয়ে দেয়া হয়। উল্লিখিত পরিপত্রে বাজেট প্রাক্কলন ও প্রণয়নের বিস্তারিত নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত থাকে। সাধারণত পরবর্তী ১ বছরের জন্য বাজেট প্রাক্কলন এবং পরবর্তী ২ (দুই) বছরের প্রক্ষেপণ অর্ন্তভুক্ত থাকে। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সভায় প্রস্তাবিত বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণসমূহ পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে তা চূড়ান্ত করা হয়। চূড়ান্ত প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপনসমূহ বাজেট আকারে সংসদে উপস্থাপন করা হয়।

৩.২ বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া

সরকারের বাজেট প্রণয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে এর প্রণয়ন প্রক্রিয়া।একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট যথাযথভাবে প্রণীত হলেই সরকারের দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো ফলপ্রসূভাবে অর্জন করার পথ সহজ হয়। মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এর উদ্দেশ্য ও অর্জন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সরকারের বাজেট প্রস্তুতকারী হিসাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত।একটি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর/পরিদপ্তরের সহায়তায় চূড়ান্ত বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো নিম্নরূপঃ

৩.৩ এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার লেখ চিত্র

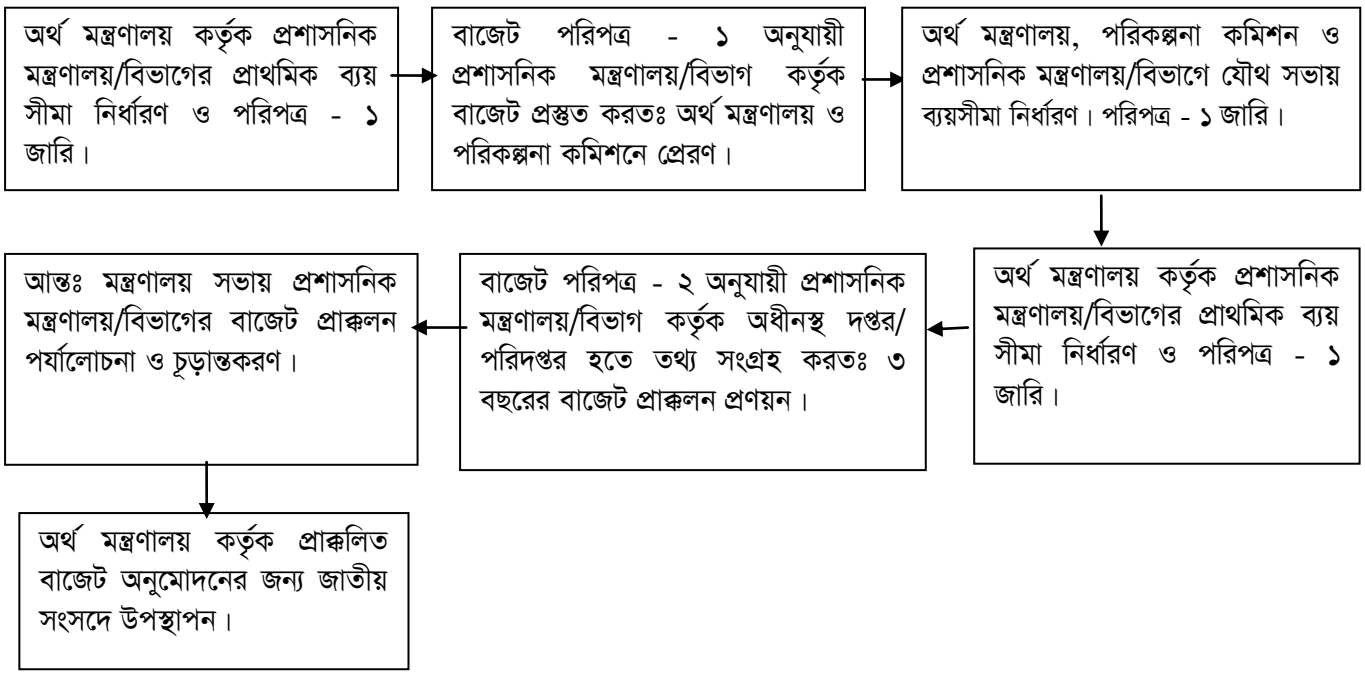

৩.৪ এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়নের পর্যায়/ধাপসমূহের লেখচিত্রঃ

অর্ন্তভূক্ত বিষয় সমূহ	MTBF বাজেট প্রক্রিয়া	মূখ্য ভূমিকা পালনকারী
❑ জাতীয় আয় হিসাব ❑ লেনদেনের ভারসাম্য ❑ সরকারি খাতের হিসাব ❑ মুদ্রা খাতের হিসাব	১ বাজেট পরিপত্র - ১ জারিকরণ।	❑ অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন (বছরে ২ বার), হালনাগাদ করে ১ম ও শেষ কোর্য়াটারে ❑ ERD, BBS, NBR ও BB সহযোগিতা করে
প্রাথমিক সম্ভাব্য ব্যয়সীমা	২ মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিবিএফ) তৈরী	❑ অর্থ বিভাগ বাজেট পরিপত্র - ১ জারি করে সকল মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে যাতে সম্ভাব্য প্রাথমিক ব্যয়সীমা অন্তর্ভুক্ত থাকে ❑ মন্ত্রণালয় তার নিজস্ব বাজেট কাঠামো তৈরী করে অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগে জমা দিতে বলা হয়
❑ দারিদ্রতা নিরসনসহ বিভিন্ন কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মসূচী, প্রকল্প, পরিকল্পিত ব্যয় এবং সম্ভাব্য প্রাপ্তি।	৩ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাজেট কাঠামো (MTBF) তৈরী/হালনাগাদকরণ	অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো তৈরী করে
❑ Perspective Plan ও 6th 5 year plan এর বিষয় অনুযায়ী মধ্যমেয়াদী ব্যয় কৌশল স্থিরকরণ	৪ বাজেট কাঠামো পুনঃ মূল্যায়ন	❑ অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন বাজেট কাঠামো মূল্যায়ন করে এবং কোন পরিবর্তন দরকার হলে নির্দেশনা প্রদান করে। ❑ অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একাধিক শুনানী হয়
সম্ভাব্য ব্যয়সীমা ও রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।	৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর ব্যয়সীমা ও রাজস্ব লক্ষ্য মাত্রা চুড়ান্তকরণ	❑ অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন ❑ BMRC অনুমোদন করে
বাজেট বছর ও পরবর্তী ২ বছরের সম্ভাব্য ব্যয়সীমা বাজেট সার্কুলারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়	৬ বাজেট পরিপত্র - ২ জারি করণ	অর্থ বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশনের সহযোগিতায়)
❑ সকল প্রকার উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয়ের বাজেট প্রদত্ত ব্যয়সীমার মধ্যে সংকুলান করা ❑ ব্যয়সীমা অতিক্রম না করা।	৭ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাক্কলন প্রণয়ন	❑ স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় বাজেট পরিপত্র - ২ অনুযায়ী ৩ বছরের প্রাক্কলন/প্রক্ষেপন তৈরী করে ❑ BWG ও BMC কর্তৃক পরীক্ষিত হবার পর বিভাগীয় প্রাক্কলনসমূহ কমিশনে দাখিল করা।
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপনসমূহ জাতীয় নীতি ও অগ্রাধিকার খাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা পর্যালোচনা করা।	৮ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলনসমূহ পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ	অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌথ বৈঠকে চূড়ান্ত করা
সংসদ ১ম বছরের প্রাক্কলন অনুমোদন করবে। পরবর্তী ২ বছরের সম্ভাব্য প্রাক্কলন সংসদে অবগতির জন্য পেশ করা হয়	৯ মন্ত্রণালয় ও সংসদে বাজেট উপস্থাপন	❑ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন ❑ মন্ত্রীসভা কর্তৃক অনুমোদন

৩.৫ কেপিআই

কেপিআই বা প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক হলো একটি প্রতিষ্ঠানের ধার্যকৃত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মাপকাঠি। মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সম্পদের বন্টনকে সংযুক্ত করে কৌশলগত বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির উন্নয়ন। বাজেট কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত উদ্দেশ্যসমূহের অগ্রগতি যথাযথভাবে সাধনের জন্য প্রয়োজন সম্পাদিত কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ। এ সম্পাদিত কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করে কৌশলগত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য কর্মকৃতি নির্দেশকের (কেপিআই) ধারণা প্রবর্তন করা হয়েছে। যখন কোন প্রতিষ্ঠান তার মিশন বিশ্লেষণ করতঃ সকল সুবিধাভোগী চিহ্নিতপূর্বক লক্ষ্য নির্ধারণ করে, তখন সে প্রতিষ্ঠানের অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণ হয়েছে কিনা সেটি পরিমাপের জন্য একটি পরিমিতির প্রয়োজন হয়। কর্মকৃতি নির্দেশক হলো সেই পরিমিতি। ইনপুট অনুযায়ী আউটপুট এবং আউটকামের প্রতি কেপিআই এর ফোকাস থাকা বাঞ্চনীয়। কেপিআই যা-ই নির্ধারণ করা হোক না কেন সেটি হবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, সাফল্যের চাবিকাঠি এবং এটি গণনীয় হতে হবে। কেপিআই একটি দীর্ঘ মেয়াদী বিষয় এবং সহজে পরিবর্তনীয় নয়।

৩.৬ কেপিআই এর প্রকারভেদ

সরকারি কর্মসূচী বাজেট মনিটরিং করার জন্য তিন ধরনের কেপিআই ব্যবহার করা হয়।

ক. ইনপুট ইনডিকেটরস খ. আউটপুট ইনডিকেটরস গ. আউটকাম ইনডিকেটরস

ক. ইনপুট ইনডিকেটরসঃ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কি পরিমান সম্পদ (অর্থ ও জনবল) ব্যবহৃত হয় তা নির্দেশ করে।

খ. আউটপুট ইনডিকেটরসঃ গৃহীত কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নির্দেশ করে।

গ. আউটকাম ইনডিকেটরসঃ সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নির্দেশ করে।

৩.৭ ইনপুট আউটপুট ইনডিকেটর লিংকঃ

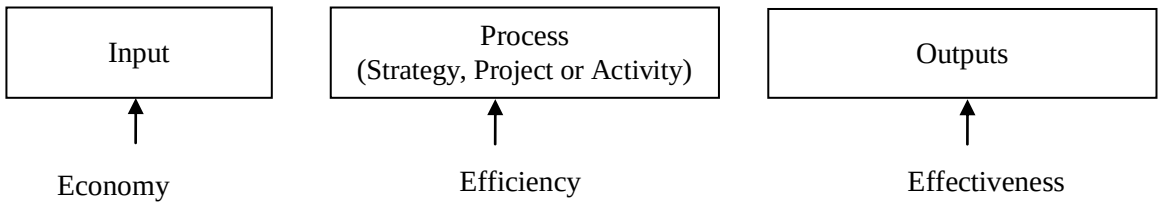

৩.৮ পারফরমেন্স ইনডিকেটরের ক্রমোর্দ্ধ শ্রেণী বিন্যাস (Hierarchy) নিম্নোক্তভাবে প্রদর্শন করা যায়

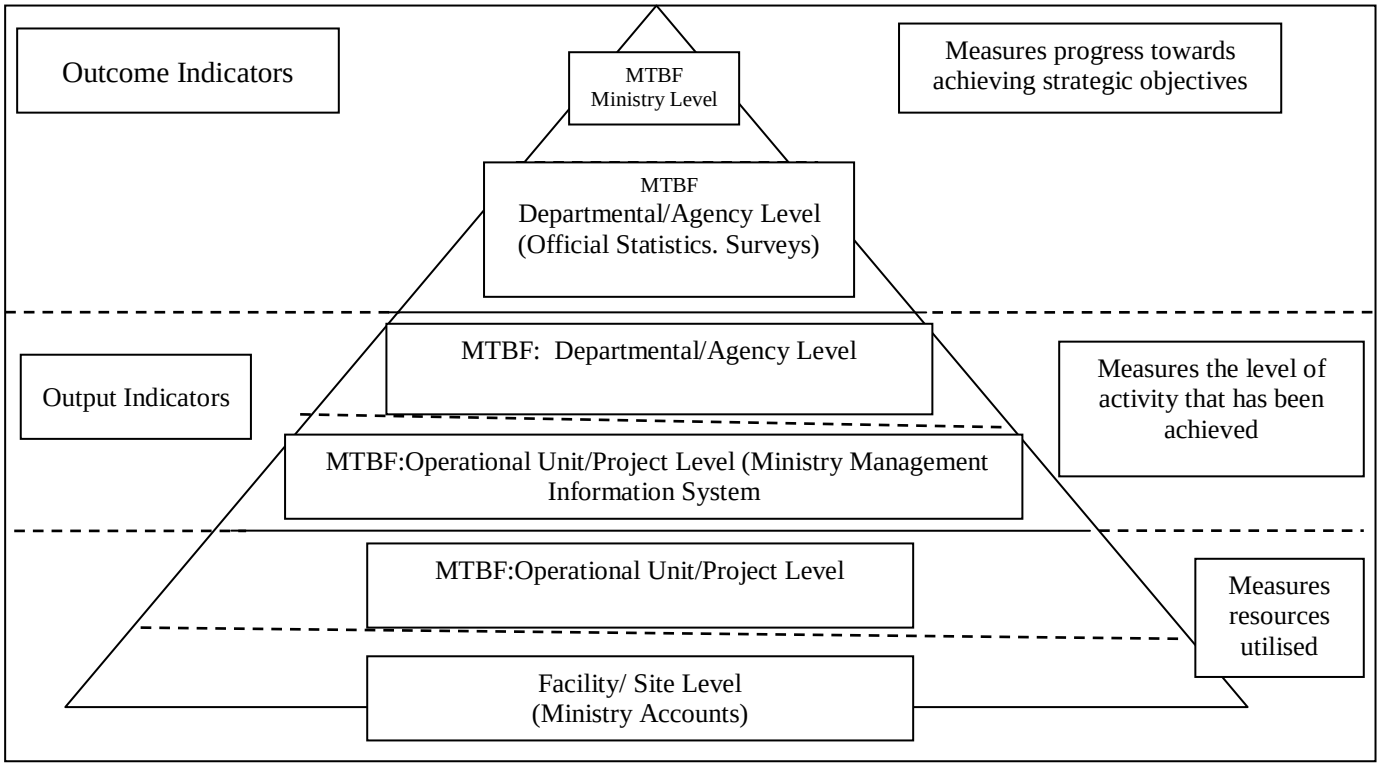

৪.০ এনটিটি সম্পর্কে ধারণা

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হিসাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি স্বীকৃত। বর্তমান সরকার প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করতে ''রূপকল্প ২০২১'' ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এ স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার ও প্রয়োগে পালনীয় নির্দেশিকা হিসেবে সরকার জুলাই ২০০৯ এ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা - ২০০৯ প্রনয়ণ করে। ২০০৯ সালের পূর্বে আইসিটি খাতের বিকাশে রূপকল্প ছিল না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আইসিটি যুক্ত ছিল। বর্তমান সরকারের আমলে কম্পিউটার আমদানির উপর শুল্ক ও কর প্রত্যাহার করায় কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হয়। ২০০৯ সাল থেকে সফট্ওয়্যার ও হার্ডওয়্যার উভয় ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সফট্ওয়্যার রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। দ্রুত বিকাশমান আইসিটি খাতের ব্যাপক অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকান্ড পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য ২০১১ সালের ০৪ ডিসেম্বর ''বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়'' এবং "তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়" নামে দু'টি আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় একীভূত করে নাম রাখা হয় ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। নতুন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ''ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ'' এবং ''তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ'' নামে দু'টি আলাদা বিভাগ করা হয়।

৪.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মিশন ও ভিশন

মিশনঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন, সফল প্রয়োগ এবং ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা প্রসারের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির সার্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা।

ভিশনঃ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

৪.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্দেশ্য

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ও বিধি প্রণয়ন এবং যুগোপযোগীকরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রায়োগিক কর্মকান্ডে সহায়তা করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন সেক্টরে গবেষণা, উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ, বেসরকারি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সংস্থা/সমিতিসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক জরিপ, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সার্বিক সহায়তাসহ বৃত্তি ও অনুদান প্রদান করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন দেশে এবং আর্ন্তজাতিক ও বিশ্ব সংস্থাসমুহের উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চুক্তি ও সহযোগিতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার ই-গভার্নেন্স, ই-ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ই-স্বাস্থ্য, ই-বাণিজ্য ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রমের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান ও সমন্বয়;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা সমূহের বাণিজ্যিকিকরণের মাধ্যমে এর সহজলভ্যতা জনগণের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও নির্দেশাবলী প্রণয়ন, দক্ষ জনবল সৃষ্টি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন;
- সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, হাই-টেক পার্ক ও আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপনসহ সকল অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে আইসিটি খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা, স্থানীয় কোম্পানীসমূহকে প্রতিযোগিতামূলক করা এবং কর্মসংস্থান ও রপ্তানী বৃদ্ধি করা এবং
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা বিধান, প্রাপক ও প্রেরকের পরিচয় এবং সহজ উপাত্ত ভান্ডারের সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ ও বাস্তবায়ন।

৪.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (কেপিআই)

- ই- সেবা প্রবৃদ্ধি
- তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি
- ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি
- ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (উপজেলা থেকে ইউনিয়ন)
- বিভাগীয় পর্যায়ে হাইটেক পার্ক/সফট্ওয়্যার পার্ক স্থাপন
- আইটি স্কিল/ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান স্থাপন

উল্লিখিত ০৬ (ছয়) টি কেপিআই এর মধ্যে ০৩ (তিন) টি যথাঃ ই-সেবা প্রবৃদ্ধি, বিভাগীয় পর্যায়ে হাইটেক পার্ক/সফট্ওয়্যার পার্ক স্থাপন ও আইটি স্কিল/ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান স্থাপন ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এমটিবিএফ নিরীক্ষার আওতায় নিরীক্ষা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৩ (তিন) টি কেপিআই যথাঃ তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (উপজেলা থেকে ইউনিয়ন) এর কার্যক্রমে বৈদেশিক অর্থ/ ঋণ সম্পৃক্ত থাকায় বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়।

৪.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি

ক. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
গ. বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
ঘ. ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)

৪.৫ গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক অর্জন সমূহ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাম্প্রতিক অর্জন সম্পর্কে প্রশ্নমালা জারি করা হলে (ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (খ) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (গ) বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং (ঘ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) কর্তৃক লিখিত বক্তব্য তুলে ধরা হয় যা নিম্নরূপঃ

(ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগঃ

আইসিটি সেক্টরে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৮৫০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সাসেক ইনফরমেশন হাইওয়ের সাথে কানেকটিভিটি স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি হিসাবে জাতিসংঘ সাউথ কো-অপারেশন ভিশন Award-2014, আইটিইউ থেকে ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি প্রাইজ ২০১৪, ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স থেকে Global ICT Award-2014 and ICT Sustainable Development Award-2015 অর্জিত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলঃ

দেশের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, গুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর, সকল জেলা প্রশাসক ও সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সহ ১৮৫৪৩ টি কার্যালয়কে একীভূত পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বিসিসি'তে স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও যশোরে ১টি ডিজাস্টার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সারাদেশে ৮০০ টি ভিডিও কনফারেন্স সেন্টার স্থাপন, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ২৫০০০ ট্যাবলেট বিতরণ, ১৮টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন, ২৫৪টি পাওয়ার পয়েন্ট স্থাপন করে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান এবং সচিবালয়, বিসিসি ও খামারবাড়ীতে WiFi জোন স্থাপন করা হয়েছে। ভার্চুয়াল ডেস্কটপ কম্পিউটিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মোট ৩৭২ টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বিগত তিন বছরে কম্পিউটার বিষয়ে ১০২৮৮৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বলে তথ্য প্রদান করা হয়।

(গ) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষঃ

বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আইসিটি খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে হাই-টেক পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে "বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি," যশোরে "শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক," সিলেটে "সিলেট ইলেকট্রনিক্স সিটি" এবং রাজশাহীতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী" নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া এ খাতে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের ৮টি স্থানে "শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার" স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকার কারওয়ান বাজারস্থ ১২ তলা বিশিষ্ট জনতা টাওয়ারকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা কর্তৃক গত ২৭-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আইটি পার্ক হিসাবে উদ্বোধন করা হয় এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত ১০টি স্টার্টআপ কোম্পানীর মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত পার্কের অন্যান্য ফ্লোরে ইতোমধ্যে আগ্রহী আইটি/আইটিইএস কোম্পানীসমূহের মধ্যে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১টি কোম্পানী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের ১২টি জেলায় আইটি পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) "বিজনেস ইনকিউবেটর সেন্টার" নির্মাণের জন্য ২টি প্রকল্প প্রস্তাব একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। তাছাড়াও ১১টি আইটি ফার্মকে বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬৪৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে আইটি/আইটিইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২৪০৩ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এমপ্লয়মেন্ট ইনসেন্টিভ প্রোগ্রামের আওতায় আরো ১৮৯১ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডেভেলপার ও আইটি কোম্পানীর জন্য আকর্ষণীয় প্রণোদনা প্যাকেজ অনুমোদিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে যশোর জেলায় ৯৪০১৫ একর জমির উপর নির্মিত "শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক" এর মোট ২৩২০০০ বর্গফুট জায়গার মধ্যে আগ্রহী ৩৩টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে মোট ৮৬৬৭৭ বর্গফুট জায়গা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট জায়গা বরাদ্দের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

(ঘ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)ঃ

প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসাবে ৫ টি প্রতিষ্ঠানকে সিএ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪ এর জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে সরকারি পর্যায়ে সিএ হিসাবে কাজ করার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বিসিসি কার্যালয়ের ২০ জন জনবল নিয়ে সাইবার নিরাপত্তা সেল গঠন করা হয়েছে। সাইবার সিকিউরিটি গাইডলাইন ২০১৪ এবং ইনফরমেশন সিকিউরিটি পলিসি ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। ইলেকট্রিক নথি ব্যবস্থাপনার জন্য ৪৮০০০ টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ ও ৬১৯১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.০ মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যক্রমসমূহ ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান

মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা
১. ই-গভার্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণ	❑ সকল মন্ত্রণালয়-বিভাগ এবং সরকারি সংস্থায় নেটওয়ার্ক ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-সেন্টার স্থাপন সহায়তা প্রদান ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ ❑ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসে ই-সার্ভিস প্রবর্তন	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
২. মানব সম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি	❑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্মেলন-সেমিনার কর্মশালা ও ডিজিটাল মেলার আয়োজন করা ❑ আইসিটি ব্যবহার শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রণোদনা (বৃত্তি,স্কলারশীপ, গবেষণা, অনুদান) প্রদান।	সচিবালয়
	❑ তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমসমূহের মান নির্ধারণ ❑ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ❑ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়ন	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
	তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের প্রশিক্ষণ প্রদান	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)
	❑ তথ্য প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি যেমন- হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ, সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইত্যাদি স্থাপনা সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন ❑ আইটি গ্র্যাজুয়েটদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
	❑ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ওয়্যারলেস Hotspot অপটিক ফাইবার স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযুক্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ❑ স্কুলে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

৫.১ বাজেট বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং

- ❑ বাজেট বাস্তবায়ন স্তরে সংসদ কর্তৃক রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দের অনুমোদিত প্রাধিকার অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন করা হয়। তত্ত্বাবধান কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়কে ব্যয়ের নির্দিষ্ট প্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় পরিবীক্ষণসহ পারফরমেন্স পরিমাপ ও জবাবদিহিতা নিরুপন করা হয়।
- ❑ বাজেট পরিবীক্ষণের রিপোর্ট প্রণয়ন স্তরে সাধারণত উপযোজন হিসাব ও আর্থিক হিসাবের বিবরণী তুলে ধরা হয়। উপযোজন হিসাব হলো উপযোজন আইনে নির্ধারিত বরাদ্দের বিপরীতে কোন অর্থ বছরে প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব।এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধঃস্তন দপ্তরের মধ্যে তুলনা করে কোন পার্থক্য থাকলে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা। অন্যদিকে আর্থিক হিসাব বলতে সরকারের সকল প্রাপ্তি ও পরিশোধ, সরকারি ঋণ এবং সরকারে আর্থিক পরিসম্পদ ও দায়ের হিসাবকে বুঝায়।

৬.০ নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় বাজেট প্রণয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর অধীনস্থ সাব-এনটিটি, প্রকল্প ও কর্মসূচীর সক্ষমতা, দক্ষতা ও সফলতা অর্জনে এমটিবিএফ পদ্ধতির ফলপ্রসূতা মূল্যায়নের পাশাপাশি তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (কেপিআই) এর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অর্জন এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহারে দক্ষতা, সক্ষমতার মূল্যায়ন।

৬.১ নিরীক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- ইস্যু-ক: বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

  ❑ এমটিবিএফ বিষয়ক নীতিমালা ও পদ্ধতি তথা কল সার্কুলার ১ ও ২ এর আওতায় বাজেট কাঠামোর প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে কি না?

  ❑ সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রকল্পসমুহ মধ্যমেয়াদী উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এবং সে মোতাবেক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে কি না?

  ❑ বাজেট ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?

- ইস্যু - খঃ কেপিআই ০১- ই-সেবা প্রবৃদ্ধির হার নির্দেশক

  ❑ প্রস্তাবনা ও বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী দেশের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, গুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর, সকল জেলা প্রশাসক ও সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়সহ একীভূত পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে কি না?

  ❑ বিসিসি'তে স্থাপিত জাতীয় ডাটা সেন্টার, যশোরে ডিজাস্টার সেন্টার স্থাপন, সারাদেশে ভিডিও কনফারেন্স সেন্টার স্থাপন, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে হুয়াওয়েই ট্যাবলেট বিতরণ, বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন, পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান, সচিবালয়, বিসিসি ও খামারবাড়ীতে WiFi জোন স্থাপন, ভার্চুয়াল ডেস্কটপ কম্পিউটিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ল্যাব স্থাপন এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানে সরকারি অর্থ ব্যবহারে সরকারি বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে কি না?

- ইস্যু - গঃ কেপিআই ০২- বিভাগীয় পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক/সফট্ওয়্যার পার্ক স্থাপন

  ❑ শেখ হাসিনা সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প, যশোর, সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি অবকাঠামো নির্মাণে/স্থাপনে অনুমোদিত ডিজাইন ও স্ট্যান্ডার্ড সিডিউল অব রেটস অনুসরণ করা হয়ছে কি না ? আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কি না ?

  ❑ শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন কর্মসূচী, নাটোর এবং শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন, নাটোর। অনুমোদিত ডিজাইন, স্ট্যান্ডার্ড সিডিউল অব রেট অনুসরণ করা হয়েছে কি না ? আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কি না? প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বিদ্যমান আছে কি না ?

- ইস্যু - ঘঃ কেপিআই ০৩- আইটি স্কিল/ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃজন

  ❑ দক্ষ ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কতজন নারী পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং কর্মজীবনে প্রশিক্ষিত জনবল ব্যক্তি জীবনে সফল হয়েছে তা নিশ্চিত করা;

  ❑ নারীর ক্ষমতায়ন,কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধক কর্মে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে কিনা, তা সুবিধাভোগীদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্ণয় করা ;

  ❑ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা শিক্ষা ল্যাব স্থাপন করা ও অন্যান্য কাজে সরকারি অর্থ ব্যবহারে সরকারি বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়েছে কি না?

৭.০ নিরীক্ষার আওতা (Scope of Audit, ISSAI 4000)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর আওতাধীন অফিস/আঞ্চলিক কার্যালয় ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত নিরীক্ষা পরিচালিত হয়। নিম্নোক্তভাবে নিরীক্ষার আওতা নির্ধারণ করা হয়ঃ

- ❑ এনটিটির প্রাপ্তি, ব্যয় ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি ISSAI গাইডলাইন, সরকারি ক্রয় বিধি ও প্রযোজ্য বিধি-বিধানের আলোকে মূল্যায়ন করা।
- ❑ রুলস এন্ড রেগুলেশন যথাযথভাবে পরিপালন করা হয় কিনা ?
- ❑ হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত টাকার অংক এবং অন্যান্য তথ্যাদি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক প্রমাণকসমূহ নমুনায়ন ভিত্তিক পরীক্ষণ।
- ❑ প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ যুক্তিসমূহের মূল্যায়ন। যেমন ব্যবস্থাপনা কর্তৃক অর্পিত কাজের দায়িত্ব সঠিকভাবে প্রতিপালন হচ্ছে কি না, তা যাচাই করা এবং ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ চিহ্নিত করা।
- ❑ সরকারি সম্পদ ব্যবহারে অনিয়ম, যথার্থতা এবং অপচয়ের বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ❑ মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বল্পমূল্যে মানসম্পন্ন মালামাল সংগ্রহের নীতি অনুসৃত হয়েছে কিনা যাচাই করে দেখা।
- ❑ ভান্ডার ও মজুদের প্রাপ্তি ও বিতরণ বিষয়ক হিসাব পরীক্ষা করা।
- ❑ আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রণয়ন ও সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখা।

৮.০ নিরীক্ষা পদ্ধতি ও কৌশল

ISSAI Compliant Risk Based Audit **(এমটিবিএফ)** -টি সম্পন্ন করার জন্য ISSAI গাইডলাইন অনুসরণ এবং নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছেঃ

- ❑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কেপিআই এর সাথে সংশ্লিষ্ট ৮টি প্রকল্প ও ১টি কর্মসুচীর ডিপিপি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ❑ সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাজেট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ❑ বাজেটে চিহ্নিত অগ্রাধিকার খাতগুলোর সাথে নিরীক্ষায় নির্বাচিত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির তুলনা করা হয়েছে।
- ❑ অর্থ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর সহিত আলোচনা ও প্রদত্ত প্রশ্নমালার জবাবের পর্যালোচনা।
- ❑ আইএমইডি এর মূল্যায়ন রিপোর্ট সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে।
- ❑ সকল প্রকল্প হতে বিভাগ ও আইএমইডিকে প্রদত্ত রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করা এবং ক্রস চেক করা হয়েছে।
- ❑ প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন ও বাস্তব চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ❑ অগ্রগতির বাস্তব চিত্র প্রদর্শনের জন্য সুবিধাভোগীর সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও মতবিনিময় করা হয়েছে।
- ❑ মিতব্যয়িতা ও দক্ষতা যাচাই এর জন্য পণ্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়া ও উক্ত পণ্য ও সেবার প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ❑ এমটিবিএফ বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতা যাচাই করা হয়েছে।

৯.০ বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নিরীক্ষার ইস্যু, উদ্দেশ্য, নির্ণায়ক ও প্রয়োজনীয় প্রমাণক

- ইস্যু - কঃ বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	নিরীক্ষার নির্ণায়ক (ক্রাইটেরিয়া)
উদ্দেশ্যঃ ১ কল সার্কুলার - ১ ও ২ এর আওতায় বাজেট কাঠামোর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে কি না?	১। কল সার্কুলার - ১ অনুসারে বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার প্রাথমিক ব্যয়সীমার খসড়া ও রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা ? ২। অধীনস্থ কার্যালয় হতে রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাথমিক ব্যয় সীমার খসড়া যথাক্রমে অধিদপ্তর, সংস্থার ও বিভাগের বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (BWG) কর্তৃক বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে কিনা ? ৩। বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) কর্তৃক অধিদপ্তর/সংস্থার প্রাথমিক বাজেট কাঠামো অনুমোদন করা হয়েছে কিনা ? ৪। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভাগ হতে প্রাপ্ত বাজেট কাঠামোর দ্বিতীয় ভাগ (কল সার্কুলার - ২) এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা ? ৫। বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচী/প্রকল্পওয়ারী প্রাথমিক ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা? ৬। বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুতিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা/ ফিল্ড অফিস/ অপারেশন ইউনিট এর চাহিদা ও প্রয়োজন পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে কিনা ? ৭। বিভাগের BWG কর্তৃক বাজেট কাঠামোর দ্বিতীয় ভাগ পরীক্ষা ও চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে কিনা? ৮। বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) কর্তৃক বাজেট অনুমোদন এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে কিনা ?
উদ্দেশ্যঃ ২ বিভাগের প্রকল্প/ কর্মসূচীগুলোর উদ্দেশ্য মধ্যমেয়াদী উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এবং সে মোতাবেক বরাদ্দ প্রদান করা হয় কি না?	১। প্রকল্প/কর্মসূচীগুলোর উদ্দেশ্য দারিদ্র নিরসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে কিনা ? ২। প্রকল্প/কর্মসূচীগুলোতে নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে কিনা ? ৩। বরাদ্দের সাথে প্রয়োজন ও কর্মকৃতির (পারফরমেন্স) বা কর্মকৃতি নিদের্শকসমূহের (কেপিআই) যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কিনা ? ৪। ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও সময়মত অর্থ ছাড়করণ করা হয়েছে কিনা ? ৫। বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে কিনা ? ৬। বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা ?
উদ্দেশ্যঃ ৩ বাজেট ব্যবস্থাপনায় মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা, দক্ষতা ও সফলতা/ কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?	১। বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে কি না ? ২। মধ্যমেয়াদী বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা ? ৩। বাজেট বাস্তবায়ন মনিটরিং করা হয়েছে কিনা ? ৪। ট্রেনিং/ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে বাজেট ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জিত হয়েছে কিনা ?

১০.০ কেপিআই অর্জন সংক্রান্ত নিরীক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণায়ক ও প্রয়োজনীয় প্রমাণক

ইস্যু - খঃ কেপিআই-১- ই-সেবা প্রবৃদ্ধি নির্দেশক

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	নিরীক্ষার নির্ণায়ক (ক্রাইটেরিয়া)
উদ্দেশ্য - ১ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি সংস্থায় নেটওয়ার্ক ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি সংস্থায় নেটওয়ার্ক ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা সরেজমিনে পরিদর্শন;
উদ্দেশ্য - ২ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-সেন্টার স্থাপনে সহায়তা প্রদান ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-সেন্টার স্থাপনে সহায়তা প্রদান ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণে অগ্রগতির রিপোর্ট প্রেরণে সহযোগিতা করা হয়েছে কিনা ?
উদ্দেশ্য - ৩ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসে ই-সার্ভিস প্রবর্তন	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসে ই-সার্ভিস প্রবর্তনে অগ্রগতির রিপোর্ট প্রেরণে সহযোগিতা করা হয়েছে কিনা ?

ইস্যু-গঃ কেপিআই-২বিভাগীয় পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক/ সফট্ওয়্যার পার্ক স্থাপন

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	নিরীক্ষার নির্ণায়ক (ক্রাইটেরিয়া)
উদ্দেশ্য - ১ হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ, সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এর অবকাঠামো নির্মাণ	১। ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন, স্ট্যান্ডার্ড সিডিউল অব রেটস অনুসরণ; ২। যথাযথ প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান; ৩। সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ।
উদ্দেশ্য - ২ আইটি গ্র্যাজুয়েটদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন	১। ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন, স্ট্যান্ডার্ড সিডিউল অব রেটস অনুসরণ; ২। যথাযথ প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান; ৩। সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ।

ইস্যু-ঘঃ আইটি স্কিল/ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃজন

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	নিরীক্ষার নির্ণায়ক (ক্রাইটেরিয়া)
উদ্দেশ্য - ১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক সম্মেলন-সেমিনার কর্মশালা ও ডিজিটাল মেলার আয়োজন করা	সভা-সেমিনার কর্মশালা ও ডিজিটাল মেলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন
উদ্দেশ্য - ২ আইসিটি ব্যবহার শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রণোদনা (বৃত্তি-স্কলারশীপ, গবেষণা, অনুদান) প্রদান	১। আইসিটি ব্যবহার শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রণোদনা (বৃত্তি, স্কলারশীপ, গবেষণা ইত্যাদি) বাবদ প্রাপ্তি স্বীকার ও প্রমাণক ২। নীতিমালা অনুযায়ী অনুদান প্রদান সংক্রান্ত প্রমাণক।
উদ্দেশ্য - ৩ তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমসমূহের মান নির্ধারণ	পাঠ্যপুস্তক এর মান নির্ধারণে গঠিত কমিটি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ
উদ্দেশ্য - ৪ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়ন	১। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী আইসিটি পেশায় নিয়োজিত প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রমাণক ২। আইসিটি পেশায় নিয়োজিত প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ।

১১.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নিরীক্ষার ইস্যু, নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, নির্ণায়ক ও প্রয়োজনীয় প্রমাণক

- নিরীক্ষা ইস্যুঃ প্রকল্পে উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কি না তা মূল্যায়ণ করা।
- নিরীক্ষা উদ্দেশ্য - ১ বাংলাদেশ ই-গভর্ণমেন্ট ই-আরপি প্রকল্পের মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয় এবং সরকারি বিভাগে ইন্টারনেট সুবিধা পৌছানো হয়েছে কি না?

বাংলাদেশ ই-গভর্ণমেন্ট ই-আরপি প্রকল্পের মাধ্যমে ই-গভার্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরনে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ থাকা উচিতঃ

নিরীক্ষা নির্ণায়ক	প্রয়োজনীয় প্রমাণক
১। সকল মন্ত্রণালয়-বিভাগ এবং সরকারি সংস্থায় নেটওয়ার্ক ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান	১। সকল মন্ত্রণালয়-বিভাগ এবং সরকারি সংস্থায় নেটওয়ার্ক ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা সরেজমিনে পরিদর্শন
২। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-সেন্টার স্থাপন সহায়তা প্রদান ও তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ	২। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-সেন্টার স্থাপনে সহায়তা প্রদান ও তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণে অগ্রগতির রিপোর্ট
৩। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসে ই-সার্ভিস প্রবর্তন	৩। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসে ই-সার্ভিস প্রবর্তনে অগ্রগতির রিপোর্ট

- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য - ২ মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জন সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না? মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ থাকা উচিতঃ

নিরীক্ষা নির্ণায়ক	প্রয়োজনীয় প্রমাণক
১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সম্মেলন-সেমিনার কর্মশালা ও ডিজিটাল মেলার আয়োজন করা	১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সম্মেলন-সেমিনার কর্মশালা ও ডিজিটাল মেলার আয়োজন সম্পর্কিত রিপোর্ট
২। আইসিটি ব্যবহার শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রণোদনা (বৃত্তি, স্কলারশীপ, গবেষণা, অনুদান ইত্যাদি) প্রদান	২। আইসিটি ব্যবহার শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রণোদনা (বৃত্তি, স্কলারশীপ, গবেষণা, অনুদান ইত্যাদি) প্রদানের প্রমাণাদি
৩। তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রমসমূহের মান নির্ধারণ	৩। তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম সমূহের মান নির্ধারণ
৪। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়ন	৪। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন
৫। তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের প্রশিক্ষণ প্রদান	৫। তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের প্রশিক্ষণ প্রদানের রিপোর্ট
৬। তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা	৬। তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা প্রদানের রিপোর্ট

- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য - ৩ তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা আছে কি না?

নিরীক্ষা নির্ণায়ক	প্রয়োজনীয় প্রমাণক
১। তথ্য প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি যেমন- হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ, সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইত্যাদি স্থাপনা সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন	১। তথ্য প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি যেমন- হাই-টেক পার্ক, আইটি ভিলেজ, সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ইত্যাদি স্থাপনার কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট
২। আইটি গ্র্যাজুয়েটদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন	২। আইটি গ্র্যাজুয়েটদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও অগ্রগতির রিপোর্ট
৩। স্কুলে ভিডিও কনফারেন্সিং সিষ্টেম স্থাপন	৩। স্কুলে ভিডিও কনফারেন্সিং সিষ্টেম স্থাপন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট

১২ .০ অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচীসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes)

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচীসমূহ	সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য
১। আইসিটি এর অধিকতর ব্যবহারঃ মন্ত্রণালয়-বিভাগ এবং সরকারি সংস্থাসমূহে অধিকতর আইসিটি ব্যবহার করে জনগণকে দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে	☐ ই-গভার্নেন্স ই কাঠামো শক্তিশালীকরণ ☐ তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন
২। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি খাতকে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে	☐ ই-গভার্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণ ☐ মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জন সচেতনতা বৃদ্ধি

১৩.০ নিরীক্ষার রোড ম্যাপ (Audit Roadmap)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদনের তারিখ
১.	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	১৫-১০-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৯-১০-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ২৯-১০-২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮-১১-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত
২.	নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রনয়ণ	২৯-১১-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১২-১২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত
৩.	নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও কর্মসূচী অনুমোদন	১৯-১২-২০১৭ খ্রিঃ
৪.	সিএন্ডএজি কার্যালয়ের অনুমোদন	১১-০১-২০১৮ খ্রিঃ
৫.	মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম	২৪-১২-২০১৭ হতে ২৮-০২-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত
৬.	মনিটরিং/সুপারভিশন	জনাব এ.টি.এম মাহফুজার রহমান, উপ-পরিচালক, পিটিএসটি অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮.	এআইআর প্রস্তুতকরণ	০১-০৩-২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩০-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত
৯.	এআইআর উপস্থাপন	০২-০৪-২০১৮ খ্রিঃ

১৪.০ নিরীক্ষা দলের পরিচিতি

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	দলে অবস্থান
১.	জনাব মোঃ আবু হানিফ	অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার	দল প্রধান
২.	জনাব গাজী আনছার উদ্দিন আহমেদ	সুপার ইন চার্জ	সদস্য
৩.	জনাব অমিতাভ বড়ুয়া	অডিটর	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ নূরুজ্জামান	অডিটর	সদস্য
৫.	জনাব মাসুদুর রহমান	অডিটর	সদস্য

১৫.০ কেপিআই অর্জন সংক্রান্ত বাজেট বাস্তবায়নের দুর্বলতা ও সুপারিশসমূহ

দুর্বলতাসমূহঃ

১। সক্ষমতা বিচার করে পরিকল্পিতভাবে ডিপিপি তৈরী এবং যথাযথ লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রস্তুত না করে অর্থ ছাড় করার ফলে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা।

২। যথাযথ Need Assessment করে ডিপিপি প্রস্তুত ও বাজেট প্রাক্কলন না করায় ধার্যকৃত ফিজিক্যাল ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা।

৩। বাজেট বইয়ে ধার্যকৃত কেপিআই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। পরবর্তী বাজেট বইয়ে ফলাফল প্রদর্শন করা হলেও রেকর্ডপত্রের সাথে তথ্যের গরমিল।

৪। বৎসরের মধ্যবর্তী বা শেষাংশে স্থান সংকুলান, জনবল, লজিষ্টিক সাপোর্ট ইত্যাদি ছাড়া নূতন প্রকল্প/কর্মসূচী অনুমোদন করায় ডিপিপির আর্থিক ও ফিজিক্যাল অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি।

৫। কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্য, সেবা বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ফাইন্যান্সিয়াল অফারের সাথে আয়কর ও ভ্যাট যোগ করে চুক্তিমূল্য নির্ধারণ, যা বিধি সম্মত নয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনার পরিপন্থী।

৬। "মানব সম্পদ উন্নয়ন কেপিআই" অর্জনের ক্ষেত্রে নারীদের সম্পৃক্তকরণে লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জনে ব্যর্থতা।

৭। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর ক্ষেত্রে অলাভজনক সহযোগী সংস্থাকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের ফলে ব্যবস্থাপনায় দূর্বলতা।

৮। সম্পদ সংগ্রহ কালে যথাযথ দাপ্তরিক মূল্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট নথিতে সংরক্ষণ করা দরকার।

সুপারিশসমূহঃ

১। এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের আওতায় আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

২। এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের গাইড লাইন প্রণয়ন আবশ্যক।

৩। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে সক্ষমতা বিশ্লেষণ পূর্বক এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়ন করা আবশ্যক, যাতে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়।

৪। চিহ্নিত কেপিআইসমূহের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা, ফলাফল নির্দেশক অর্জনের জন্য সুপারভিশন ও মনিটরিং আরো জোরদার করা আবশ্যক।

৫। নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় জনবল ও পর্যাপ্ত লজিষ্টিক সাপোর্ট থাকা সাপেক্ষে বাজেট বরাদ্দ ও অর্থছাড় করা আবশ্যক।

৬। আইসিটি খাতে পুরুষের পাশাপাশি নারী প্রশিক্ষণার্থীর নির্ধারিত সংখ্যা ঠিক রাখার জোর চেষ্টা রাখা আবশ্যক।

৭। বাজেট বাস্তবায়নে গৃহীত প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (কেপিআই) অনুযায়ী মাসিক ও বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন করা দরকার।

৮। প্রকল্পসমূহের বাজেট অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণপূর্বক অর্থ ছাড় করা আবশ্যক।

৯। সরকারি বিধি-বিধান (যথা পিপিআর-২০০৮, জিএফআর, অডিট কোড) যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।

১০। অর্থ বছর শেষে বরাদ্দপত্রের নির্দেশ মোতাবেক অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

১১। স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব প্রাপ্তি বাজেট প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিনা তা মনিটরিং করা আবশ্যক।

১২। সরবরাহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে (পণ্য, সেবা বা পরামর্শক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।

১৬.০ বাংলাদেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা এর প্রস্তাবিত বাজেট, মূল বাজেট, ছাড়কৃত অর্থ ও ব্যয়ের বিবরণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	বাজেটের ধরণ	প্রাথমিক ব্যয় সীমা	প্রস্তাবিত বাজেট	অনুমোদিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
১.	২০১৪-২০১৫	অনুন্নয়ন	৩১,৬২,৭৩.০০	৩০,৬২,৭৩.০০	৩০,৬২,৭৩.০০	৩০,৫১,৪৫.০০	২০,২৬,৫৭.০০
২.	২০১৫-২০১৬	অনুন্নয়ন	৩৩,৬৯,০৮.০০	৩০,৫১,৬৮.০০	৩০,৫১,৬৮.০০	৩১,৭৯,২৩.০০	২৭,৯৫,৯৫.০০
৩	২০১৬-২০১৭	অনুন্নয়ন	৩৭,০৫,৪৪.০০	৩৮,৪৮,৯০.০০	৩৮,৪৮,৯০.০০	৩৮,১৬,৭০.০০	২৬,৭২,৭৩.০০

উপরোক্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে,

(১) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ৩১,৬২,৭৩.০০ হাজার টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ৩০,৬২,৭৩.০০ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ৩০,৫১,৪৫.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ২০,২৬,৫৭.০০ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৬৬.১৬% মাত্র।

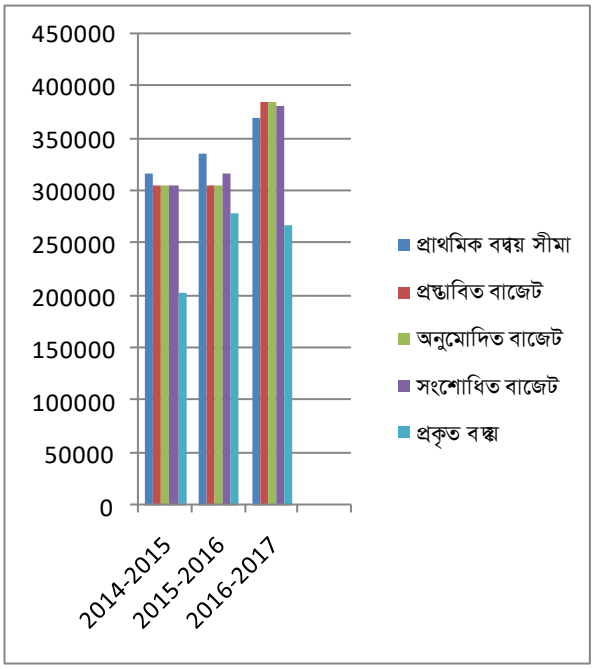

(২) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ৩৩,৬৯,০৮.০০ হাজার টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ৩০,৫১,৬৮.০০ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ৩১,৭৯,২৩.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ২৭,৯৫,৯৫.০০ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৮৭.৯৪% মাত্র।

(৩) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ৩৭,০৫,৪৪.০০ হাজার টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ৩৮,৪৮,৯০.০০ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ৩৮,১৬,৭০.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ২৬,৭২,৭৩.০০ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৬৯.৪৪% মাত্র।

১৭.০ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর প্রস্তাবিত বাজেট, মূল বাজেট, ছাড়কৃত অর্থ ও ব্যয়ের বিবরণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	বাজেটের ধরণ	প্রাথমিক ব্যয়সীমা	প্রস্তাবিত বাজেট	অনুমোদিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
১	২০১৪-২০১৫	অনুন্নয়ন	৫,০১,০০.০০	৪,১৯,০৪.০০	৪,১৯,০৪.০০	৪,১৯,০৪.০০	৩,৩২,৬৯.৯৯
২	২০১৫-২০১৬	অনুন্নয়ন	৫,৬০,০০.০০	৬,১০,০০.০০	৬,১০,০০.০০	৬,০৯,৯৪.২৫	৫,৬৮,২৯.১৮
৩	২০১৬-২০১৭	অনুন্নয়ন	৭,৭১,৭০.০০	২০,৫৪,৭০.০০	২০,৫৪,৭০.০০	২০,৫৪,৭০.০০	১৯,২৯,৪৫.৬৮

উপরোক্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে,

(১) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিলো ৫,০১,০০.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ৪,১৯,০৪.০০ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ৪,১৯,০৪.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ৩,৩২,৬৯.৯৯ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৭৯.৩৯% মাত্র।

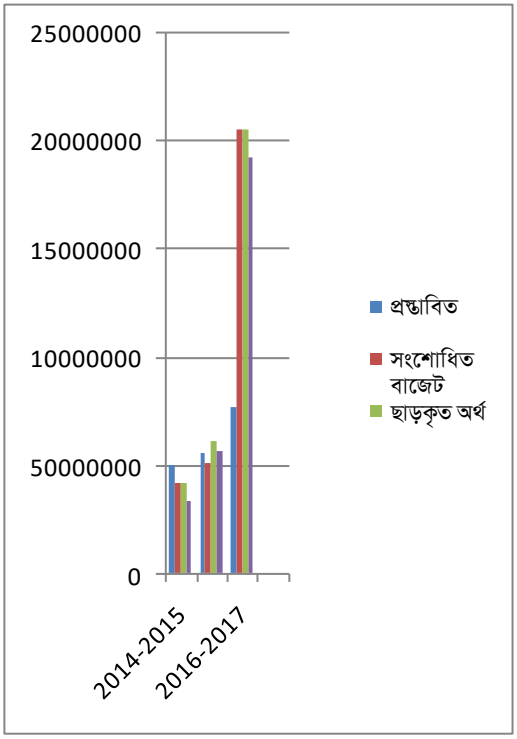

(২) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিলো ৫,৬০,০০.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিলো ৬,১০,০০.০০ হাজার টাকা যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ৬,০৯,৯৪.২৫ হাজার টাকা, প্রকৃত ব্যয় হয় ৫,৬৮,২৯.১৮ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৯৩.১৬% মাত্র।

(৩) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয় ৭,৭১,৭০.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিলো ২০,৫৪,৭০.০০ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ২০,৫৪,৭০.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ১৯,২৯,৪৫.৬৮ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৯৩.৯০% মাত্র।

১৮.০ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা অফিসের প্রস্তাবিত বাজেট, মূল বাজেট, ছাড়কৃত অর্থ ও ব্যয়ের বিবরণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	বাজেটের ধরণ	প্রাথমিক ব্যয় সীমা	প্রস্তাবিত বাজেট	অনুমোদিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
১.	২০১৪-২০১৫	অনুন্নয়ন	৬৭,২৭,৭৪	৭৩,২৭,৭৪	১৭,২৮,০০	১১,২৮,২৮	১০,৮৪,৩৯
২.	২০১৫-২০১৬	অনুন্নয়ন	৩৬,৭৭,৭২	৩৮,৯৭,৭৫	১৪,১৫,৩৯	১৬,২২,৮৭	১৫,৬৯,৭০
৩	২০১৬-২০১৭	অনুন্নয়ন	৮০,৪৪,৮১	৮০,৪৫,৮১	৮২,৬০,৫৫	৮৭,৪৮,০৯	৬৫,৭৩,৬৫

উপরোক্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে,

(১) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ৬৭,২৭,৭৪ হাজার টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ৭৩,২৭,৭৪ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ১১,২৮,২৮ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ১০,৮৪,৩৯ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৯৬.১১% মাত্র।

(২) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ৩৬,৭৭,৭২ হাজার টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ৩০৮,৯৭,৭৫ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ১৬,২২,৮৭ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ১৫,৬৯,৭০ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৯৬.৭২% মাত্র।

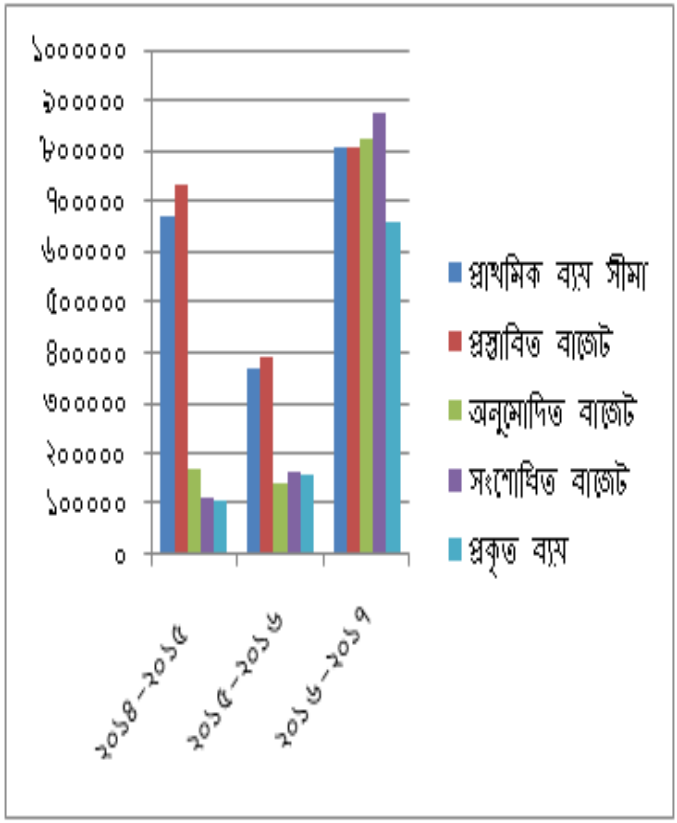

(৩) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ৮০,৪৪,৮১ হাজার টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ৮০,৪৫,৮১ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ৮৭,৪৮,০৯ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ৬৫,৭৩,৬৫ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৭৫.১৪% মাত্র।

১৯.০ ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ), বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা এর প্রস্তাবিত বাজেট, মূল বাজেট, ছাড়কৃত অর্থ ও ব্যয়ের বিবরণ

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	বাজেটের ধরণ	প্রাথমিক ব্যয় সীমা	প্রস্তাবিত বাজেট	অনুমোদিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
১.	২০১৪-২০১৫	অনুন্নয়ন	২,৬৩,০০.০০	২,৬৩,০০.০০	২,৬৩,০০.০০	১,৫৬,৮৮.০০	১,১০,৫৬.০০
২.	২০১৫-২০১৬	অনুন্নয়ন	৩,২৪,৪২.০০	৩,২৪,৪২.০০	৩,২৪,৪২.০০	৩,৫৩,৪৪.০০	৩,০৪,৪৫.০০
৩	২০১৬-২০১৭	অনুন্নয়ন	৩,৫২,১৭.০০	৩,৫২,১৭.০০	৩,৫২,১৭.০০	৩,৭৪,২৯.০০	২,৭৫,৬৫.০০

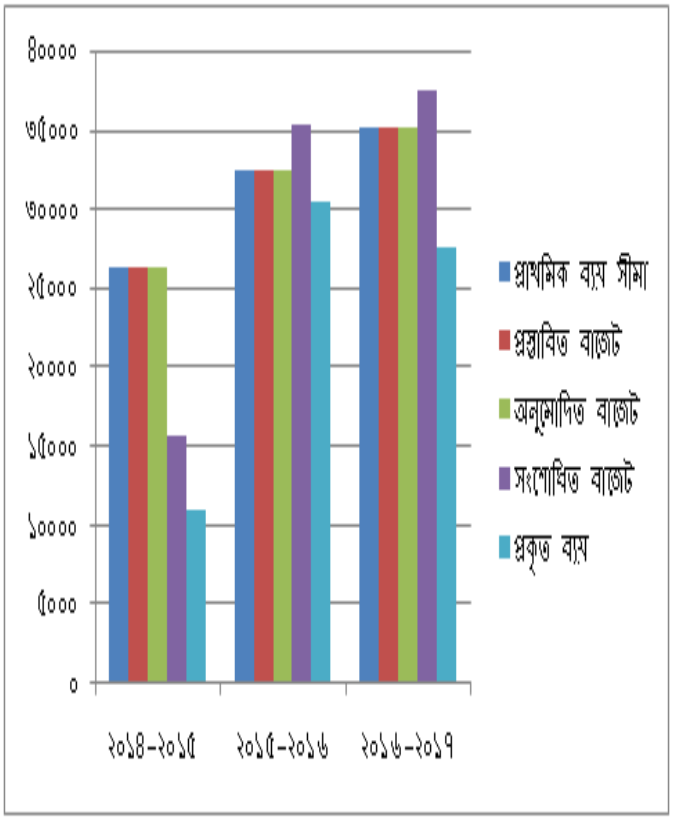

উপরোক্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে,

(১) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ২,৬৩,০০.০০ হাজার টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ২,৬৩,০০.০০ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ১,৫৬,৮৮.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ১,১০,৫৬.০০ হাজার কোটি টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৭০.৪৭% মাত্র।

(২) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ৩,২৪,৪২.০০ হাজার টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ৩,২৪,৪২.০০ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ৩,৫৩,৪৪.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ৩,০৪,৪৫.০০ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৮৬.১৪% মাত্র।

(৩) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ৩,৫২,১৭.০০ হাজার টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ৩,৫২,১৭.০০ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ৩,৭৪,২৯.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ২,৭৫,৬৫.০০ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৭৩.৬৫% মাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও অনুচ্ছেদসমূহ

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোতে (২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭) প্রস্তাবিত, অনুমোদিত ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন সঠিক না হওয়ায় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি	------
২	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত অর্জন তথ্য ভিত্তিক নয়	-------
৩	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় ''আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা'' কেপিআই এর লক্ষ্যমাত্রা এবং বাস্তব অগ্রগতির মধ্যে গরমিল	-------
৪	মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে কেপিআই এর প্রতিফলক হিসেবে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) কর্তৃক কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি	------
৫	মধ্যমেয়াদী বাজেটে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে আইসিটি †পশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি	-------
৬	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর পাঠ্যক্রমসমূহের মান নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা পর পর তিন বৎসর ধার্য করা হলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি	-----
৭	প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ না করে মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি	------
৮	ডিপিপিতে বর্ণিত বাজেট কাঠামোয় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৬.৯৬% অর্জিত হওয়ায় এমটিবিএফ বাজেট প্রনয়নের উদ্দেশ্য ব্যাহত	------
৯	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় Need Assesement না করে চাহিদা প্রদান করায় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি	------
১০	উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নীতিমালা অনুযায়ী আর্থিক, ফিজিক্যাল ও ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা	-------

অনুচ্ছেদ নং - ০১

শিরোনামঃ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোতে (২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭) প্রস্তাবিত, অনুমোদিত ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন সঠিক না হওয়ায় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

বিবরণঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নিরীক্ষাকালে বাজেট প্রক্রিয়া পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী প্রকৃত ক্ষেত্রে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট- ক, পৃষ্ঠাঃ ৩৬]।

অনিয়মের কারণঃ

রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ৩১,৬২,৭৩.০০ হাজার টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ৩০,৬২,৭৩.০০ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ৩১,৫১,৪৫.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ২০,২৬,৫৭.০০ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৬৬.১৬% মাত্র।

- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধার্য করা হয়েছিল ৩৩,৬৯,০৮.০০ হাজার টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ৩০,৫১,৬৮.০০ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ৩১,৭৯,২৩.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ২৭,৯৫,৯৫.০০ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৮৭.৯৪% মাত্র।

- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রাথমিক ব্যয়সীমা ধাh© করা হয়েছিল ৩৭,০৫,৪৪.০০ হাজার টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট ধরা হয়েছিল ৩৮,৪৮,৯০.০০ হাজার টাকা, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ধরা হয় ৩৮,১৬,৭০.০০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ২৬,৭২,৭৩.০০ হাজার টাকা। প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের ৬৯.৪৪% মাত্র।

এ ক্ষেত্রে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর ব্যতীত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর জন্য প্রাথমিক ব্যয়, ব্যয়সীমা, প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত বাজেটের যৌক্তিকতা প্রতিফলিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বশেষ গত ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে যে ,

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪৮১৫ - ডাক টিকেট ক্রয়, ৪৮১৮ - রেজিস্ট্রেশন ফি, ৪৮২৪ - বীমা চার্জ খাতে প্রয়োজন না থাকায় ব্যয় হয়নি। এ বিভাগের জন্য আলাদা কোন মিটার না থাকায় ৪৮২১ - বিদ্যুৎ খাতে কোন ব্যয় হয়নি। নবসৃষ্ট বিভাগ বিধায় কোন পেনশনভোগী না থাকায় ৬৩০১, ৬৩০২, ৬৩১১, ৬৩৪১, ৬৩৫১ খাতে কোন ব্যয় হয়নি। কর্মচারীগণ ঋণ ও অগ্রিম গ্রহণ না করায় ৭৪০১, ৭৪০৩, ৭৪২১ খাতে কোন ব্যয় হয়নি। বিজি প্রেস হতে অনাপত্তিপত্র না পাওয়ায় ৪৮২৭, ৪৮২৮ ও ৪৮৩৩ খাতে ব্যয় কম হয়েছে। অনুদান প্রদানের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র না পাওয়ায় ৫৯০০ - সাহায্য মঞ্জুরী খাতে কম ব্যয় হয়েছে। ফলে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হয়েছে।

- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এ বিভাগের জন্য আলাদা কোন মিটার না থাকায় ৪৮২১-বিদ্যুৎ খাতে কোন ব্যয় হয়নি। উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান না পাওয়ায় ৪৮৭৪-খাতে কোন ব্যয় হয়নি। কোন সমীক্ষার প্রয়োজন না হওয়ায় ৪৮৮৯-সমীক্ষা খাতে কোন ব্যয় হয়নি। আইনি পরামর্শের প্রয়োজন না হওয়ায় ৪৮৮২-আইন সংক্রান্ত খাতে কোন ব্যয় হয়নি। ভবন নির্মাণের প্রয়োজন না থাকায় ৭০০৬-নির্মাণ ও পূর্ত খাতে কোন ব্যয় হয়নি। কর্মচারীগণ ঋণ ও অগ্রিম গ্রহণ না করায় ৭৪০১, ৭৪০৩, ৭৪২১ খাতে কোন ব্যয় হয়নি। বিজি প্রেস হতে অনাপত্তি পত্র না পাওয়ায় ৪৮২৭, ৪৮২৮ ও ৪৮৩৩ খাতে ব্যয় কম হয়েছে। অনুদান প্রদানের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র না পাওয়ায় ৫৯০০-সাহায্য মঞ্জুরী খাতে ব্যয় কম হয়েছে। ফলে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হয়েছে। ভবিষ্যতে বাজেট প্রণয়নের সময় উক্ত ক্ষেত্রসমূহ পর্যালোচনা করে বাজেট প্রণয়ন করা হবে এবং এ সকল বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রণয়নকালে সরকারের ভিশন বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করে সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাজেট প্রাক্কলন করা হয়ে থাকে। কোনটি প্রয়োজন এবং কোন কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপে প্রস্তাবিত বাজেটে প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজন করে অনুমোদনসহ বাজেট ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কোন সংশোধন প্রয়োজন না হলে সর্বশেষ বাজেট অনুমোদিত হয়। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে বিভিন্ন বছরে ধারাবাহিকভাবে একই খাতের অর্থ অব্যয়িত থাকার সুযোগ ছিল না।

- বিষয়গুলোকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১৪-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ভবিষ্যতে বাজেট প্রণয়নের সময় মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক সকল ক্ষেত্র পর্যালোচনা করে বাজেট প্রণয়ন করা আবশ্যক।
- মধ্যমেয়াদী বাজেটে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনামঃ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত অর্জন তথ্য ভিত্তিক নয়।

বিবরণঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ), বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নিরীক্ষাকালে বাৎসরিক বাজেট বই এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ যাচায়ান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ক্রমিক ২–এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কৌশলগত উদ্দেশ্য-২ এ বর্ণিত "মানব সম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার প্রসার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি" কার্যক্রম সমূহের ফলাফল নির্দেশক "প্রশিক্ষনার্থী" সংক্রান্ত বিষয়ের বাস্তব অগ্রগতি প্রতিবেদন যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতি বৎসর লক্ষ্যমাত্রা প্রদর্শন করা হলেও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট বই এর কৌশলগত উদ্দেশ্য এর ক্রমিক নম্বর - ২ এবং বাজেট বইয়ের ৬.৪.২ এ কার্যক্রমসমূহের ক্রমিক নম্বর - ১ এর "তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে প্রশিক্ষণ প্রদান" সংক্রান্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা, ফলাফল অর্জন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায়,
  - ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২৫০ জন এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৩০০ জন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কতজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এর তথ্য সংরক্ষণ করা হয়নি।
  - ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল প্রতি বৎসর ৩০০ জন করে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের যথাযথ প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। অথচ প্রতি বছরের বাজেট বহিতে অর্জন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
- মধ্যমেয়াদী বাজেট এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। সে লক্ষ্যে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিককরনের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, ষান্মাষিক বা বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করার কথা। কিন্তু স্থানীয় অফিস কর্তৃক এ ধরনের কোন প্রতিবেদন প্রদানের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বশেষ গত ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে যে , লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক নথিতে সংরক্ষণ করা আছে। বাজেটের খাতওয়ারী ব্যয়ের প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। তবে নিরীক্ষা দলের পর্যবেক্ষণ মোতাবেক ভবিষ্যতে প্রকৃত অর্জনের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিবেদন আকারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, তথ্য সংরক্ষণ না করায় কেপিআই অর্জনের সঠিকতা যাচাই করা যায় নাই। ফলাফল অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করার জন্য লিখিত ও মৌখিকভাবে অনুরোধ করা হয়েছে, কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রমাণক সরবরাহ করতে পারেননি। বিষয়টি সর্বশেষ জবাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া বাজেটের ব্যয় বিবরণী নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হলেও কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয় না।। ফলে এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

- বিষয়গুলোকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১৪-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- অর্জন সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ করা আবশ্যক।
- অর্থ ব্যয়ের সাথে মূল কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যক।
- মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং – ০3

শিরোনামঃ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় "আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা" কেপিআই এর লক্ষ্যমাত্রা এবং বাস্তব অগ্রগতির মধ্যে গরমিল।

বিবরণঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নিরীক্ষাকালে বাজেট বই এর অনুচ্ছেদ-৬.১.২ এ বর্ণিত কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি যাচায়ান্তে দেখা যায় যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য-২ এর ফলাফল নির্দেশক "আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান" এর বিপরীতে প্রদর্শিত অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতির মধ্যে গরমিল রয়েছে [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট–খ, পৃষ্ঠাঃ ৩৭-৩৮]।

অনিয়মের কারণঃ

রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ২০১৪-২০১৫ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৫০ জন, সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ১০০ জন। কিন্তু কতজন ব্যক্তিকে ফেলোশিপ এবং কতজনকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে, তার কোন তথ্য নেই। রেকর্ডপত্র যাচাইকালে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ফেলোশিপের জন্য ৩১ জন ও ফেলোশিপ নবায়নের জন্য ৪৬ জনসহ মোট ৭৭ জন এবং অনুদান প্রদান করা হয় ২৬ জনকে। ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রদান করা হয় মোট ১০৩ জনকে। কিন্ত বাজেট বইয়ের অনুচ্ছেদ-৬.১.২ বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তব অগ্রগতি কলামে এর প্রতিফলন নেই।
- ২০১৫-২০১৬ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১০০ জন, অর্জন দেখানো হয় শতভাগ। কিন্তু রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায়, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ফেলোশিপের ৬০ জন ও ফেলোশিপ নবায়নের জন্য ৪৮ জনসহ মোট ১০৮ জন এবং অনুদান প্রদান করা হয় ৭৭ জন এবং নবায়ন করা হয় ৮ জনসহ ৮৫ জনকে। ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রদান করা হয় মোট (১০৮+৮৫) = ১৯৩ জনকে। কিন্তু অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা প্রদর্শন করা হয় ১০০ জন, যা তথ্য বিভ্রাট।
- ২০১৬-২০১৭ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১০০ জন। রেকর্ডপত্র ও ক্রসচেক যাচাইকালে দেখা যায়, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ফেলোশিপের ৩৯ জন ও ফেলোশিপ নবায়নের জন্য ২৯ জনসহ মোট ৬৮ জন এবং অনুদান প্রদান করা হয় ৮০ জন এবং অনুদান নবায়ন ২৬ জনসহ মোট অনুদান প্রদান করা হয় ১০৬ জনকে। ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রদান করা হয় মোট (৬৮+১০৬)= ১৭৪ জনকে। কিন্তু বাজেট বইয়ের অর্জন কলামের সাথে এই তথ্যের কোন মিল পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বশেষ গত ০৭-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে যে ,

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট বইতে ভুলক্রমে প্রকৃত অর্জন দেখানো হয়েছে ৮৩, যা প্রকৃতপক্ষে হবে ৫৭।
- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট বইতে প্রকৃত অর্জন ১০০ উল্লেখ করা হলে ও প্রকৃতপক্ষে হবে ১৩৭।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ফেলোশিপ ও অনুদান প্রদানের সর্বমোট সংখ্যা ১১৯।
- লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জনে কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে, যা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। তথাপিও ভবিষ্যতে বাজেট বই প্রণয়নের সময় এ বিষয়ে আরো পর্যালোচনা, যাচাই-বাছাই করে তথ্য সন্নিবেশ করা হবে এবং কেপিআই যাচাই পূর্বক অগ্রগতি, সাফল্য বা পারফরমেন্স মূল্যায়ন করে উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তব অগ্রগতির বিষয়টি মনিটরিং করা হবে। এছাড়া, এমটিবিএফ এর আওতায় প্রণীত বাজেট বই অর্থ বছর শেষ হওয়ার ২/৩ মাস পূর্বেই প্রস্তুত করা হয় ।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, সরকারের অগ্রাধিকার খাতসমূহের গুরুত্ব নিশ্চিত করে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণে মন্ত্রণালয় স্বাধীন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিষয়ে বেধে দেয়া সিলিং এর মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে কেপিআই যাচাইপূর্বক অগ্রগতি, সাফল্য বা পারফরমেন্স মূল্যায়ন করে উন্নয়ন নিশ্চিত করা পদ্ধতির অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তব অগ্রগতির বিষয়টি যথাযথ মনিটরিং করা হয়নি বলে বাজেট বহিতে বইয়ের প্রদর্শিত লক্ষ্যমাত্রা এবং বাস্তব অগ্রগতির সাথে এ গরমিল পরিলক্ষিত হয়।
- বিষয়গুলোকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১৪-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- কেপিআই যাচাই পূর্বক অগ্রগতি, সাফল্য বা পারফরমেন্স মূল্যায়ন করে উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তব অগ্রগতির বিষয়টি মনিটরিং পূর্বক বাজেট বইয়ের সঠিক তথ্য সন্নিবেশ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -০৪

শিরোনামঃ মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে কেপিআই এর প্রতিফলক হিসেবে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) কর্তৃক কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিবরণঃ

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ), বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নিরীক্ষাকালে যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে, বাজেট বইয়ে লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হলেও এর বিপরীতে প্রকৃত অর্জন হিসাবে নিরাপদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্ধারণে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে নিয়োগকৃত ৬ টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কতটি সরকারি - বেসরকারি সংস্থাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ এর বাজেট বইয়ে লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ থাকলেও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট বইয়ে কোন লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হয়নি [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট – গ, পৃষ্ঠাঃ ৩৯]।

অনিয়মের কারণঃ

রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিএ) হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সিএ হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত ৬ টি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব কারিগরি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে সিএ সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছে। সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করছে বলে নিরীক্ষাকে জানানো হয়। কিন্তু সিএ হিসাবে নিয়োগের পর হতে জুন/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত কতটি সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে, বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা কি ছিল, কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার কোন রেকর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বশেষ গত ০৭-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে যে , ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) কার্যালয় কর্তৃক ভৌত অবকাঠামো ও কারিগরি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় ৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিসিসিকে গ্রাহক পর্যায়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যুর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচলিত আইন, বিধি ও পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা তা তত্বাবধানের দায়িত্ব সিসিএ কার্যালয়ের। প্রতি বছর সিসিএ কর্তৃক তালিকাভূক্ত অডিট প্রতিষ্ঠান দ্বারা সিএ প্রতিষ্ঠানের ভৌত ও কারিগরি অবকাঠামো অডিট করা হয়। সিএসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ২৫১৮২টি, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সর্বমোট ২১৬৯টি, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট ১২১০টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ❑ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, সিএ হিসাবে লাইসেন্স পেতে প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব কারিগরি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সিসিএ কার্যালয় হতে সিএ সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছে। লাইসেন্স প্রাপ্তির পর অবকাঠামো নির্মাণ ও কারিগরি প্রক্রিয়া যাচাই করা হয়নি। জবাবের সাথে সংযুক্ত সার্টিফিকেট বিতরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই কালে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানের কোন লক্ষ্যমাত্রা ছিল না, যা মধ্যমেয়াদী বাজেটের পরিপন্থী । ২টি প্রতিষ্ঠান ২০১১ সালে লাইসেন্স প্রাপ্ত হলেও ২০১৭ সাল পর্যন্ত কোন অর্জন নেই। পেশকৃত অর্জনের সপক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রমাণক সংযুক্ত করা হলেও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সিসিএ এর কোন নিয়ন্ত্রণ এক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়নি। সিসিএ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া বাঞ্চনীয় ছিল।

- ❑ বিষয়গুলোকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- ❑ যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১৪-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ❑ লক্ষ্যমাত্রা বিহীন কার্যক্রমের কারণে দক্ষতা অর্জনের মানদন্ড নেই। কাজেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে টার্গেট করে মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রস্তুত করা আবশ্যক।
- ❑ অর্জন সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৫

শিরোনামঃ মধ্যমেয়াদী বাজেটে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

বিবরণঃ

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নিরীক্ষাকালে বাজেট প্রক্রিয়া পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেটে কৌশলগত উদ্দেশ্য-২ এ বর্ণিত মধ্যমেয়াদী বাজেটে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট – ঘ, পৃষ্ঠাঃ ৪০]।

অনিয়মের কারণঃ

রেকর্ডপত্র যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩০০০, অর্জিত হয়েছে ১৭০০, শতকরা হার ৫৬.৫৭%।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪০০০, অর্জিত হয়েছে ২৫০০, শতকরা হার ৬২.৫০%।
- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ছিল ৩০০০, অর্জিত হয়েছে ২০০০, শতকরা হার ৬৬.৬৬%।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫০০, অর্জিত হয়েছে ২০০০, শতকরা হার ৮০%।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম প্রথমবারের মত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে জনপ্রিয়করণের জন্য যে পরিমাণ প্রচার-প্রচারণা প্রয়োজন ছিল তা না করায় মধ্যমেয়াদী বাজেটের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বশেষ গত ০৭-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব আইটিই ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়ন করায় লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। এ জাতীয় কার্যক্রম প্রথমবারের মত গ্রহণ করা হয়। এর ফলে আইটিই জনপ্রিয়করণের জন্য যে পরিমাণ প্রচার-প্রচারণার প্রয়োজন ছিল তা অনুধাবন করা যায়নি। এর ফলে জনপ্রিয়করণের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় আইটিই পরীক্ষা জনপ্রিয় ও sustainable করার লক্ষ্যে বিসিসি কর্তৃক এ সংক্রান্ত "Project for Skills Development of IT Engineers Targeting Japaneese Market" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে এ কার্যক্রমটি ফলপ্রসূ হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের অগ্রাধিকার খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অধিকতর বাস্তবমুখী বাজেট প্রাক্কলন কার্যক্রমের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কল সার্কুলার-১ জারি করার পর বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ (বিডব্লিউজি) বিস্তারিত পর্যালোচনা ও যাচাই করে বাজেট অনুমোদন করে থাকে। কাজেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার সন্তোষজনক হওয়ার কথা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

- বিষয়গুলোকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।

- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১৪-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ০৭-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- সরকারের অগ্রাধিকার খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অধিকতর বাস্তবমুখী বাজেট প্রাক্কলন করা আবশ্যক।

- লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে বাজেট প্রণয়ন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৬

শিরোনামঃ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর পাঠ্যক্রমসমূহের মান নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা পর পর তিন বৎসর ধার্য করা হলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

বিবরণঃ

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নিরীক্ষাকালে বাজেট প্রক্রিয়া পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০১৩-২০১৪ সালের বাজেট বই এ ৪টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কৌশলগত উদ্দেশ্য-২ এ বর্ণিত পাঠ্যক্রমসমূহের মান নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি পযালোচনায় দেখা যায়, বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হলেও কোন ফলাফল অর্জিত হয় [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট- ঙ, পৃষ্ঠাঃ ৪১]।

অনিয়মের কারণঃ

২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেটের ৬.২.২ এ কার্যক্রমসমূহের ক্রমিক নং-২ এ বর্ণিত পাঠ্যক্রমসমূহের মান নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায়,

- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২৫, সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৫০। কিন্তু কোন অর্জন পরিলক্ষিত হয়নি।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেটে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ২০ । কিন্তু কোন অর্জন পরিলক্ষিত হয়নি।
- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রক্ষেপনে ধরা হয় ২০। কিন্তু কোন অর্জন পরিলক্ষিত হয়নি।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেটে ৬.২.২ এর কার্যক্রম থেকে পাঠ্যক্রমসমূহের মান নির্ধারণ ফলাফল নিদের্শকটি বাদ দেয়া হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বশেষ গত ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে যে , পাঠ্যক্রম নির্ধারণের বিষয়টি বহুলাংশে বেসরকারি খাতের তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। এ সকল প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের মান নির্ধারণে অতীতে বিসিসি কিছু কিছু কাজ করে থাকলেও আলোচ্য বছরগুলোতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে অধিকহারে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। এ কারণে বিসিসি'র সেবা কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং অবশেষে বিসিসি'র কার্যক্রম থেকে বাদ দেয়া হয়।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় সরকারের জরুরী অগ্রাধিকার খাতসমূহ বাজেটের আওতায় আনা হয়। পাঠ্যক্রমসমূহের মান নির্ধারণ কার্যক্রমটি বিসিসি'র সাব-সিডিয়ারি কাজ হয়ে থাকলে প্রতি বছরের বাজেটে কার্যক্রম ও ফলাফল নির্দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা যথাযথ হয়নি।
- বিষয়গুলোকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১৪-৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ০৭-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

সেবাধর্মী কাজ, যা সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা নেই, সে ধরনের কার্যক্রম প্রতি বছর বাজেটে অন্তর্ভূক্তি দক্ষতা উন্নয়নের অন্তরায়। সরকারের ভিশন - ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় অগ্রাধিকার খাতগুলোকে চিহ্নিত করে বাজেট প্রণয়ন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -০৭

শিরোনামঃ প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ না করে মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

বিবরণঃ

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয় এর আওতাধীন বাংলাদেশ ই-গভর্ণমেন্ট ইআরপি প্রকল্প এর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ না করে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় ডিপিপি এবং চাহিদা মোতাবেক বাজেট মঞ্জুরী ও অর্থছাড় করা হলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট - চ, পৃষ্ঠাঃ ৪২]।

অনিয়মের কারণঃ

ডিপিপি যাচাইকালে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ ই-গভর্ণমেন্ট ইআরপি প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য ডিপিপিতে খাতওয়ারী সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।

- কম্পিউটার এক্সেসরিজ খাতে বরাদ্দ ধরা হয় ৪০.৫০ লক্ষ টাকা, চাহিদা মোতাবেক মঞ্জুরী প্রদান করা হয় ৩০.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু ব্যয় হয় ৪.৫৮ লক্ষ টাকা। ফিজিক্যাল প্রগ্রেস ১৫.২৭% মাত্র।
- ডিপিপিতে কম্পিউটার সফট্ওয়্যার খাতে বরাদ্দ ধরা হয় ৫০.০০ লক্ষ টাকা, চাহিদা ৩৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মঞ্জুরী প্রদান করা হয় ৩৪.৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু নিরীক্ষিত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে কোন ব্যয় করা হয়নি। সুতরাং বাস্তব অগ্রগতি ০%।
- সরবরাহ খাতে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৩০.০০ লক্ষ টাকা, চাহিদা ১৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মঞ্জুরী প্রদান করা হয় ১৫.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু উক্ত খাতে ব্যয় করা হয় মাত্র ৪.৪৪ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ২৯.৬০% মাত্র।

এমটিবিএফ বাজেট নীতিমালা মোতাবেক অগ্রাধিকার খাত বিবেচনায় এনে সম্পাদনযোগ্য বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করার কথা, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বশেষ গত ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে যে, প্রকল্পটিতে প্রকল্প পরিচালক বিলম্বে নিয়োগ হওয়ায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হয় বলে TOR/ Specification এর Final Version বিলম্বে পাওয়ায় ERP Software Implementation এর Vendor Selection প্রক্রিয়াও বিলম্বিত হয়। এর ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রক্রিয়াও বিলম্বিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত কম্পিউটার ক্রয় সম্ভব হয়নি। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে Design, Development and Development of ERP Software Implementation এর কাজ শুরু করা যায়নি বলে কম্পিউটার সফট্ওয়ার ক্রয় সম্ভব হয়নি। ডিপিপিতে সরবরাহ খাতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের চাহিদা ১৫.০০ লক্ষ টাকা দেয়া হলেও কার্যক্রম বিলম্বে শুরু হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় কোড না থাকায় উক্ত খাতে যথাযথ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক হয়নি। কারণ, প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত কালে কার্যপরিধি, অর্থের যোগান ও অর্থছাড়, জনবল, প্রকল্পের কর্মসম্পাদনে নিয়োগযোগ্য দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়, বিধায় কাজ যথাসময়ে আরম্ভ করা যায়নি যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ডিপিপিতে নির্দেশিত কাজ যথাসময়ে শেষ করতে না পারলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
- বিষয়গুলোকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১৪-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ০৭-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- ডিপিপি প্রস্তুতকালে সরকারের ভিশন বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সম্পাদনযোগ্য কর্মপরিধি ও সময় নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -০৮

শিরোনামঃ ডিপিপিতে বর্ণিত বাজেট কাঠামোয় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৬.৯৬% অর্জিত হওয়ায় এমটিবিএফ বাজেট প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যাহত।

বিবরণঃ

প্রকল্প পরিচালক, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ না করে মধ্যমেয়াদী বাজেট তৈরীর ফলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট – ছ, পৃষ্ঠাঃ ৪৩]।

অনিয়মের কারণঃ

রেকর্ডপত্র যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো (ক) মুখে উচ্চারিত বাংলা ভাষা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পোজ করা; (খ) লিখিত টেক্সট কম্পিউটার পড়ে শোনানোর মাধ্যমে মুদ্রিত বই, দলিল দ্রুত সফট কপিতে রুপান্তর করা; (গ) বাংলা ভাষা যান্ত্রিক অনুবাদ; (ঘ) বাংলা ভাষার বিশাল মৌখিক ও লিখিত নমুনা (করপাস) গড়ে তোলা। এরূপ ১৬টি উপাংশের মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রকল্পটির ফলাফল সম্পর্কিত বিষয়াদি সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় অগ্রাধিকার, উন্নয়নের মূলনীতি, পরিকল্পনা এবং সম্পদ পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রয়েছে। জুলাই/২০১৬ খ্রিঃ সালে শুরু হয়ে ১৫৯০২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির মেয়াদ জুন/২০১৯ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।
- ডিপিপি যাচাই কালে দেখা যায়, প্রকল্পটি ২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের মধ্যে কার্যসম্পাদনের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১৭৬৪.৮৫ লক্ষ টাকা, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য ৬৩২৫.৫৬ লক্ষ টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৭৮১১.৫৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৫৯০২.০০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ডিপিপিতে ১৭৬৪.৮৫ লক্ষ টাকার সাথে সংগতি না রেখে এডিপি বাজেট প্রাক্কলন ধরা হয় মাত্র ১২৩.০০ লক্ষ টাকা, যা ডিপিপিতে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার মাত্র (১২৩.০০×১০০÷১৭৬৪.৮৫) ৬.৯৬% । পক্ষান্তরে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে প্রকৃত ব্যয় হয় ৭৬.৯৮ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৬২.৫৮% এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি (৭৬.৯৮× ১০০ ÷১৫৯০২.০০) ০.৪৮% । ফলে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এবং মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রনয়নের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বশেষ গত ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে যে ,বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি ০৩-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে আইসিটি বিভাগ কর্তৃক ০৪-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয় এবং ০২-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেন। ডিপিপিতে ১ম বছর (২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর) এর লক্ষ্যমাত্রা ১৭৬৪.৮৫ লক্ষ (সতের কোটি চৌষট্টি লক্ষ পচাঁশি হাজার) টাকা থাকলেও প্রকল্পে উক্ত অর্থ বছরে ১২৩.০০ (এক কোটি তেইশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্পটি অনুমোদন ও বিলম্বে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ পাওয়ায় ১ম বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১২৩.০০ লক্ষ (এক কোটি তেইশ লক্ষ) টাকার স্থলে ৮৭.৩৩ লক্ষ (সাতাশি লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকার সংশোধিত বাজেট প্রস্তাব করা হলে তা অনুমোদন হয়নি এবং বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি অর্থ বছরের শুরুতে অনুমোদিত হলে ডিপিপি অনুযায়ী ১ম বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার প্রচেষ্টা নেওয়া হতো। যেহেতু প্রকল্পটি অর্থ বছরের শুরুতে অনুমোদিত হয়নি এবং আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ১৭৬৪.৮৫ লক্ষ (সতের কোটি চৌষট্টি লক্ষ পচাঁশি হাজার) টাকা রাখা যায়নি, সেহেতু ডিপিপিতে পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ,প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে প্রকল্পের ডিপিপিতে বাজেট এবং আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং সকল প্রকার লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রস্তুত না করে অর্থছাড় করা হয়েছে। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিষয়গুলোকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১৪-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ০৭-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রয়োজনীয়তা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করা আবশ্যক।
- বাজেটে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা আবশ্যক।
- কার্যসম্পাদনের পরিবেশ তৈরী এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -০৯

শিরোনাম : মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় Need Assesement না করে চাহিদা প্রদান করায় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

বিবরণঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয় এর আওতাধীন মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় Need Based বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করে চাহিদা প্রদান না করায় কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট- জ, পৃষ্ঠাঃ ৪৪]।

অনিয়মের কারণঃ

মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পটি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন ও গেইম উন্নয়নে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশকে প্রস্তুত, বিশ্ব বাজারে মার্কেট লিংকেজ এবং নতুন চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি, মোবাইল গেইম ও এ্যাপসে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক তৈরী ও ব্যবহারে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি এবং জিডিপিতে অবদান রাখা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের মেয়াদের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। চাহিদা মোতাবেক বাজেট বরাদ্দ সত্ত্বেও ল্যাবের কম্পিউটার সামগ্রী, প্রশিক্ষণ, ইন্টারিয়র ডিজাইন এন্ড রেনোভেশন, এ্যাপস ও গেইম ডেভেলপমেন্ট ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং ইত্যাদি খাতে কোন ব্যয় করা হয়নি, ফলে বাস্তব অগ্রগতি ০%। Need Assesement যাচাই করে বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত না করা হলে এমটিবিএফ এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহের জন্য Smart Technologies (Bd) Ltd এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি (CCGP) তে অনুমোদনের পর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান Computer World Bd এর সাথে Lot-1 এবং Needs Engineers এর সাথে Lot-2 তে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ০৫টি ল্যাবের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। RFP মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। HOPE এর নিকট অনুমোদনের জন্য শীঘ্র প্রেরণ করা হবে। Financial Proposal উন্মুক্ত করার পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য HOPE এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে প্রকল্পের ডিপিপিতে বাজেট ও আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং সকল প্রকার লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রস্তুত না করে অর্থছাড় করা হয়েছে। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এছাড়াও প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিষয়গুলোকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১৪-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও মন্ত্রণালয় হতে দীর্ঘ ১৩ মাস পরও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- Need Assesement যাচাই করে বাজেট প্রাক্কলন তৈরী করা আবশ্যক।
- বাজেটে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা আবশ্যক।
- কার্য সম্পাদনের পরিবেশ তৈরী এবং সক্ষমতার আলোকে বাজেট প্রস্তুত ও অর্থছাড় এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -১০

শিরোনামঃ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নীতিমালা মোতাবেক আর্থিক, ফিজিক্যাল ও ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা ।

বিবরণঃ

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা, কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) নিরীক্ষাকালে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) প্রস্তুতিতে এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাযথ প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ (Need Analysis) কার্যক্রম প্রতিফলিত হয়নি [বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট- ঝ, পৃষ্ঠাঃ ৪৫]।

অনিয়মের কারণঃ

ডিপিপি যাচাই কালে দেখা যায়, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ডিপিপিতে বিভিন্ন খাতে আর্থিক ও ফিজিক্যাল লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এমটিবিএফ বাজেট কাঠামোর আওতায় উল্লিখিত সনে বিভিন্ন কোডে চাহিদা মোতাবেক বাজেট মঞ্জুর করা হলেও কয়েকটি কোডে বাস্তব অগ্রগতির হার ০%। প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট খাতে উক্ত সনে ডিপিপিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৫৪৬২.৯৯ লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত বাজেট ও মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। ফিজিক্যাল অগ্রগতি ০%। সংযুক্ত পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-০৪ এ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র খাতে ডিপিপিতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা, প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী বাজেট মঞ্জুরী করা হয়েছে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। অনুরূপভাবে ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন, নেটওয়ার্ক দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র ইত্যাদি খাতে চাহিদা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ থাকলেও বাস্তব কোন অগ্রগতি হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পের প্রথম বছর অর্থাৎ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে জনবল নিয়োগে বেশ বিলম্ব ঘটে। এছাড়া উক্ত অর্থ বছরে প্রকল্পের বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়াদিসহ টেন্ডার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সঠিক সময়ে সমাপ্ত না হওয়ায় পরামর্শ সেবা, ন্যাশনাল এক্সিবিশন খাতসহ অন্যান্য খাতের ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ করা হয়। তবে প্রকল্পের ২০০ টি প্রডাক্ট বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তীতে জোরালোভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ❑ জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতকালে কার্যপরিধি, অর্থের যোগান ও অর্থছাড়, জনবল, প্রকল্পের কর্মসম্পাদনে নিয়োগযোগ্য দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয় বিধায় কাজ যথাসময়ে আরম্ভ করা যায়নি যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ডিপিপিতে নির্দেশিত কাজ যথাসময়ে শেষ করতে না পারলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
- ❑ বিষয়গুলোকে ১১-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে]সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- ❑ যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১৪-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে একমত পোষণ করে ০১-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সুপারিশ প্রেরণ করায় তা সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- ❑ ডিপিপি প্রস্তুতকালে সরকারের ভিশন বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সম্পাদনযোগ্য কর্মপরিধি ও সময় নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- ❑ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো নীতিমালা মোতাবেক আর্থিক, ফিজিক্যাল ও ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আবশ্যক।

মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর।

তারিখ ঃ ১২-০৫-১৪২৭বঙ্গাব্দ
১৫-০৯-২০২০খ্রিস্টাব্দ

তৃতীয় অধ্যায়

অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্টসমূহ

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রস্তাবিত, অনুমোদিত ও সংশোধিত বাজেট যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ার বিবরণীঃ

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

অফিসের নাম ও হিসাব সাল	অর্থ বছর	বাজেটের ধরণ	প্রাথমিক ব্যয় সীমা	প্রস্তাবিত বাজেট	অনুমোদিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।	২০১৪-২০১৫	অনুন্নয়ন	৩১,৬২,৭৩.০০	৩০,৬২,৭৩.০০	৩০,৬২,৭৩.০০	৩০,৫১,৪৫.০০	২০,২৬,৫৭.০০
	২০১৫-২০১৬	অনুন্নয়ন	৩৩,৬৯,০৮.০০	৩০,৫১,৬৮.০০	৩০,৫১,৬৮.০০	৩১,৭৯,২৩.০০	২৭,৯৫,৯৫.০০
২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত	২০১৬-২০১৭	অনুন্নয়ন	৩৭,০৫,৪৪.০০	৩৮,৪৮,৯০.০০	৩৮,৪৮,৯০.০০	৩৮,১৬,৭০.০০	২৬,৭২,৭৩.০০

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় "আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা" কেপিআই এর লক্ষ্যমাত্রা এবং বাস্তব অগ্রগতির মধ্যে গরমিলের বিবরণীঃ

অফিসের নাম ও হিসাব সাল	কার্যক্রমের ক্রমিক নম্বর	ফলাফল নির্দেশক	কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্রঃ নং	পরিমাপের একক	বাজেট বই সন	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রক্ষেপন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা। ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭অর্থ বছর পর্যন্ত	আইসিটি ব্যবহার/শিক্ষার প্রসারে প্রণোদনা বৃত্তি/ স্কলারশীপ/গবেষণা/ অনুদান ইত্যাদি প্রদান	আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২	সংখ্যা (জন)	২০১৪-২০১৫	নাই	নাই	২০১৩-২০১৪	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬
						নাই	নাই	৫০ জন	১০০ জন	১০০ জন	১০০ জন
		আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২	সংখ্যা (জন)	২০১৫-২০১৬	২০১৩-২০১৪	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৫-২০১৬
						১০০ জন	নাই	১০০ জন	নাই	১০০ জন	১০০ জন
		আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২	সংখ্যা (জন)	২০১৬-২০১৭	২০১৪-২০১৫	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮
						১০০ জন	৮৩ জন	১০০ জন	১০০ জন	১০০ জন	১০০ জন
		আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২	সংখ্যা (জন)	২০১৭-২০১৮	২০১৫-২০১৬	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯
						১০০ জন	১০০ জন	১০০ জন	১০০ জন	১০০ জন	১০০ জন

ফেলোশিপ/বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত বাস্তব চিত্রঃ

ক্রমিক	অর্থ বছর	ফেলোশিপ এর জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা	কমিটি কর্তৃক ফেলোশিপ/নবায়নের জন্য অনুমোদিত সংখ্যা	নবায়নকৃত ফেলোশিপ	মোট সংখ্যা
১.	২০১৪-২০১৫	১১০ জন	৩১ জন	৪৬ জন	৭৭ জন
২.	২০১৫-২০১৬	১১৮ জন	৬০ জন	৪৮ জন	১০৮ জন
৩.	২০১৬-২০১৭	২০০ জন	৩৯ জন	২৯ জন	৬৮ জন

অনুদান প্রদান সংক্রান্ত বাস্তব চিত্রঃ

ক্রমিক	অর্থ বছর	ফেলোশিপ এর জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা	কমিটি কর্তৃক ফেলোশিপ/নবায়নের জন্য অনুমোদিত সংখ্যা	নবায়নকৃত ফেলোশিপ	মোট সংখ্যা
১.	২০১৪-২০১৫	৬১ জন	২৬ জন		২৬ জন
২.	২০১৫-২০১৬	১২০ জন	৭৭ জন	৮ জন	৮৫ জন
৩.	২০১৬-২০১৭	২৬০ জন	৮০ জন	২৯ জন	১০৯ জন

বাজেট বই অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ না পাওয়ার বিবরণীঃ

অফিসের নাম ও হিসাব সাল	কার্যক্রমের ক্রমিক নম্বর	ফলাফল নির্দেশক	কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্রমিক নং	পরিমাপের একক	বাজেট বই সন	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রক্ষেপন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষিত জনবল	২	সংখ্যা (জন)	২০১৪-২০১৫	২০১২-২০১৩	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
						২০০ জন	২০০ জন (প্রমানপত্র নেই)	২৫০ জন	৩০০ জন	৩০০ জন	৪০০ জন	৪৫০ জন
	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষিত জনবল	২	সংখ্যা (জন)	২০১৫-২০১৬	২০১৩-২০১৪	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮
						৩০০ জন	২০০ জন (প্রমানপত্র নেই)	৩০০ জন	৩০০ জন	৩০০ জন	৪০০ জন	৪৫০ জন
	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনে সার্টিফিকেট বিতরণ	বিতরণকৃত সার্টিফিকেট	২	সংখ্যা (জন)	২০১৬-২০১৭	২০১৪-২০১৫	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯
						নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই

মধ্যমেয়াদী বাজেটে "স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী করে আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের" লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার বিবরণীঃ

অফিসের নাম ও হিসাব সাল	কার্যক্রমের ক্রঃ নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য ক্রঃ নং	বাজেট বই সন	লক্ষ্যমাত্রা ও সন (হাজার)	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ও সন (হাজার)	প্রকৃত অর্জন ও সন (হাজার)	লক্ষ্যমাত্রা (হাজার)
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত	৪	২	২০১৩-২০১৪	২০১২-২০১৩	২০১২-২০১৩	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪
				২.৫	২.৫	---	৩.০০
	৪	২	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪	২০১৩-২০১৪	২০১২-২০১৩	২০১৪-২০১৫
				৩.০০	১.৭০	২.৮৭	৪.০০
	৪	২	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪	২০১৫-২০১৬
				৪.০০	২.৫০	১.৭০	৩.০০
	৪	২	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৬-২০১৭
				৩.০০	২.০০	২.৫০	২.৫০

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর পাঠ্যক্রমসমূহের মান নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা পর পর তিন বৎসর ধার্য করা হলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্রমিক নং	পরিমাপের একক	২০১৩-২০১৪			২০১৪-২০১৫		
			লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.	২	সংখ্যা	২৫	৫০	----	২০	---	---

ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্যের ক্রমিক নং	পরিমাপের একক	২০১৫-২০১৬			২০১৬-২০১৭		
			লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.	২	সংখ্যা	২০	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই

প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ না করে মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার বিবরণী।

অংক সমূহ লক্ষ টাকায়

অফিসের নাম ও হিসাব সাল	খাতের নাম	ডিপিপিতে ধরা (লক্ষ টাকায়) ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭	অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭	বাজেট বরাদ্দের বাস্তব অগ্রগতি ২০১৬-২০১৭ %	বাজেট ২০১৬-২০১৭ প্রস্তাবিত মঞ্জুরীকৃত	আর্থিক (প্রকৃত ব্যয়)	প্রকৃত ব্যয়ের বাস্তব অগ্রগতি %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বাংলাদেশ ই-গভর্ণমেন্ট ইআরপি প্রকল্প, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত	অফিসারদের বেতন	১০.৫৫	৫.১৬	১০০%	০০	০০	০%
	কর্মচারীদের বেতন	২.৬৪	১.৩২	১০০%	০.৭৫	০.৭০৪৭	৯৩.৯৬০%
	ভাতাদি	১১.৩২	৫.৫৮	১০০%	৩.০৩	০.৭১	২৩.৪৩%
	সরবরাহ ও সেবা	৩০.০০	১৫.০০	১০০%	১৫.০০	৪.৪৪	২৯.৬০%
	পরামর্শক সেবা	২১৮০.০০	৫৪০.০০	১০০%	২৮০.২২	২৮০.৬৯	১০০.১৬%
	মোট রাজস্ব ব্যয়	২২৩৪.৫০	৫৬৭.০৬	১০০%	২৯৯.০০	২৮৬.৫৪৪	---
	মূলধন ব্যয়						
	কম্পিউটার এক্সোসসরিজ	৪০.৫০	৩০.০০	১০০%	৩০.০০	৪.৫৮	১৫.২৬৭%
	কম্পিউটার সফট্ওয়্যার	৫০.০০	৩৫.০০	১০০%	৩৪.৫০	---	০%
	অফিস যন্ত্রপাতি	৩.৫০	৩.৫০	১০০%	৩.৫০	৩.১৭	৯০.৫৭%
	আসবাবপত্র	৮.৭৫	৫.০০	১০০%	৫.০০	---	০%
	মোট মুলধন ব্যয়	১১২.৭১	৭৫.৪৯	১০০%	৭৩.০০	৭.৭৫	---
	সর্বমোট=	২৩৪৭.২২	৬৪২.৫৫	১০০%	৩৭২.০০	২৯৪.০০	---

ডিপিপিতে বর্ণিত বাজেট কাঠামোর ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় এমটিবিএফ বাজেট তৈরীর উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার বিবরণীঃ

অফিসের নাম ও হিসাব সাল	খাতের নাম	ডিপিপিতে ধরা (লক্ষ টাকায়) ২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৮-২০১৯	অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭ %	বাস্তব অগ্রগতি ২০১৬-২০১৭ %	বাজেট ২০১৬-২০১৭ প্রস্তাবিত মঞ্জুরীকৃত	অর্থ বছর (প্রকৃত ব্যয়)	ফিজিক্যাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭অর্থ বছর পর্যন্ত	রাজস্ব বাজেট						
	অফিসারদের বেতন	৩৭.৬১	টার্গেট	কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা	৪.৫০	৩.৫৬	৭৯.১১%
	কর্মচারীদের বেতন	২২.৫৪		ঐ	১.৪২	১.৪২	১০০%
	ভাতাদি	৫৯.৫৫		ঐ	৫.০৮	৪.৭০	৯২.৫২%
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১০০.০০		ঐ	৮.০০	-	০%
	ভাড়া গাড়ী	৫৪.০০		ঐ	৪.৫০	৩.৮৬	৮৫.৭৮%
	পরামর্শক সেবা	৩৩৬.০০		ঐ	২৩.৬০	৩.৬৯	১৫.৬৪%
	সরবরাহ সেবা	৪২৪.২০		ঐ	৪১.৯০	৩২.৯২৭	৭৯.০৪%
	মোট রাজস্ব প্রাপ্তি	১০৩৪.০০		ঐ	৮৯.০০	৫০.৩৫	৫৬.৫৭%
	মূলধন ব্যয়						
	সফট্ওয়্যার ডেভেলপ	১৪৩৩৪.১০		ঐ	০.০৯	--	০%
	যন্ত্রপাতি	২১.৯৩		ঐ	২১.৯৩	১৮.৯৬	৮৬.৪৬%
	আসবাবপত্র	১১.৯৮		ঐ	১১.৯৮	৭.৮৬	৬৫.৬১%
	মোট মূলধন ব্যয়	১৪৮৬৮.০১		---	৩৪.০০	২৬.৮২	৭৮.৮৮%
	সর্বমোট=	**১৫৯০২.০০**		**---**	**১২৩.০০**	**৭৬.৯৮**	**৬২.৫৮%**

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় Need Assesement না করে চাহিদা প্রদান করায় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার বিবরণীঃ

অফিসের নাম ও হিসাব সাল	কম্পোনেন্টের নাম	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	সম্পন্নের তারিখ	বাস্তব অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬
মোবইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত	ল্যাবের কম্পিউটার সামগ্রী	৫০.০০	৩০/০৬/২০১৭	-----	০%
	প্রশিক্ষণ	৬৭৭৪.৮০	৩০/০৬/২০১৭	-----	০%
	ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড রেনোভেশন	৫৯৪.০০	৩০/০৬/২০১৭	-----	০%
	এ্যাপস ও গেইম ডেভেলপমেন্ট	১৩৯০০.০০	৩০/০৬/২০১৭	-----	০%
	ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং	১৩৫১.০০	৩০/০৬/২০১৭	-----	০%

উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো(এমটিবিএফ) নীতিমালা অনুযায়ী আর্থিক, ফিজিক্যাল ও ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার বিবরণীঃ

অফিসের নাম ও হিসাব সাল	ডিপিপি ক্রমিক নং	খাতের নাম	ডিপিপিতে ধরা (লক্ষ টাকায়) ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত	অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭	বাস্তব অগ্রগতি ২০১৬-২০১৭	বাজেট ২০১৬-২০১৭ প্রস্তাবিত মঞ্জুরীকৃত	অর্থ বছর	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
প্রকল্প পরিচালক, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প। ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭অর্থ বছর পর্যন্ত	৫.	প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট	১৮২০৯.৯৫	৫৪৬২.৯৯	৭৯.২৬	৩০০.০০	....	০%
	৮.	ইন্টারন্যাশনাল এক্সিজিবিশন	২০০.০০	৮০.০০	০.৮৭	১০০.০০	....	০%
	১০.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২০.০০	২.০০	০.০৯	২.০০	....	০%
	১৪.	যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	১২৫১.৩২	৫০০.৫৩	০.৪৮	৩০০.২০	....	০%
	১৫.	নেটওয়ার্ক দ্রব্যাদি	৩৩৪.৯৫	২০০.৯৭	১.৪৬	৫০.০০	....	০%
	১৭.	আসবাবপত্র	৬৩.৫০	৫০.৮০	০.২৮	৭.০০	....	০%

০২-০৫-১৪২৭বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ................................।
১৫-০৭-২০২০খ্রিস্টাব্দ

মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর।